আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ)
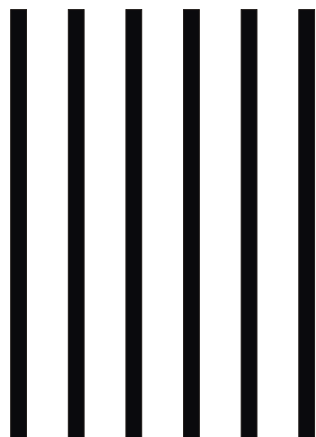
মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

আইডিয়া প্রকাশনী

Aqida Hayatun Nabi (SAW)
Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল,
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

উৎসর্গ

আমার পুত্র সেখ ফারহান ফারহান আখতার আল নুমান এর উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানী উৎসর্গ করলাম। আপনারা দুয়া করবেন মহান আল্লাহ পাক যেন তাকে দয়া করে বিচক্ষন আলেম হওয়ার তৌফিক দান করেন।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১ নভেম্বর ২০১৪

First Print : 1st November 2014

মূল্য : ৩০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)

Aqida Hayatu Nabi (SAW) Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 1st November 2014 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 30/- (Thirty Rupise Only)

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য ।

তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

'আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ)' আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের একটি ইজমায়ী আকিদা । এই আকিদা নিয়ে উম্মতে মুসলীমার মধ্যে কোন মতভেদ নেই এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) দের মধ্যেও কোনরকমের মতভেদ ছিল না, সমস্ত সাহাবারা নবী (সাঃ) ও অন্যান্য আম্বিয়াদেরকে তাঁদের কবরে জীবিত মনে করতেন । কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের মধ্যে প্রচুর প্রমান রয়েছে যে আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁরা নামায পড়েন, তাঁদেরকে রিজিক দেওয়া হয় ।

আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) একটি ইজমায়ী আকিদা হওয়া সত্বেও আমাদের সমাজের একশ্রেনীর মানুষ তা বিশ্বাস করতে চায় না এবং এক শ্রেনীর মানুষ জানেই না যে আকিদা হায়াতুন নবী কি ? যাঁরা আকিদা হায়াতুন নবী মানেন না এবং যাঁরা জানেন না যে আকিদা হায়াতুন নবী কি তাদের জন্যই আমার এই 'আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ)' প্রণয়ন ।

পাঠকদের জানাই আমার এই বইয়ের মধ্যে ভূল ভ্রান্তি থেকে থাকলে জানাবেন । পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ । দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খাইর দান করুন । (লেখক)

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম ঃ- শালজোড়, পো ঃ- লোকপুর
থানা ঃ- খয়রাশোল, জেলাঃ- বীরভূম,
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত,
মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১/
+৯১৮৯২৬১৯৯৪১০
E-Mail - md.abdulalim1988@gmail.com

আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হল আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জাহেরী মৃত্যুর পর জীবিত আছেন । তাঁদের শরীর আল্লাহ সুরক্ষিত রেখেছেন । পার্থক্য কেবল এটাই যে তাঁরা শরীয়তের উপর আমলের ব্যাপারে মুখাপেক্ষী নন যদিও তাঁরা কবরের মধ্যে নামায পড়েন এবং তাঁদের কবরের সামনে যে দরুদ পড়া হয় তা তাঁরা কোন মাধ্যম ব্যাতিরেকেই স্বয়ং শুনতে পান এবং দুর থেকে যদি দরুদ পড়া হয় তাহলে তাঁদের কাছে সেই দরুদ পৌঁছে দেওয়া হয় ।

নবী (সাঃ) ও অন্যান্য আম্বিয়াগণ যে কবরে জীবিত আছেন তার মানে এই নয় যে তাঁদের উপর একেবারেই মৃত্যু আসে নি । তাঁরা অবশ্য মারা গেছেন কিন্তু মারা যাবার পর তাঁদেরকে আল্লাহ পাক জীবিত রেখেছেন । এবং তাদের রুহ আল্লাহ তাঁদের শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে । নবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন, যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেন,

"أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدمَاتَ"

অর্থাৎ লোকেরা শুনে নাও যে ব্যাক্তি সাইয়েদেনা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইবাদত করত সেই মুহাম্মাদ (সাঃ) মারা গেছেন । (বুখারী শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ অর্থাৎ নবী (সাঃ) মারা গেছেন । (বুখারী শরীফ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হল কবরে উম্মতের হিসাব নিকাশ হল নবীদের হিসাব নিকাশ হয় না । এখানে অনেকে বলেন, সাধারন মানুষও কবরে জীবিত এবং নবীগণও কবরে জীবিত তাহে হায়াতুন নবী কেন বলা হয় ? এর উত্তর হল, সাধারণত ঘুমকেও ইসলামে একধরণের মৃত্যু বলা হয়েছে যেমন ঘুমোবার সময় আমরা এই দুয়া পাঠ করি 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা ওয়ামুতু ওয়াহিয়া' তাই সাধারণ মানুষ যখন কবরে যায় তারপর হিসাব নিকাশের পরে মোমেন মুসলমানকে ফেরেস্তারা ঘুম পাড়িয়ে চলে আসে কিন্তু আম্বিয়াদের ব্যাপারে এটা হয় না । পয়গম্বরদেরকে চিরন্তন জীবন দেওয়া হয় । সাধারণ মানুষ কবরে ঘুমিয়ে যায় সেজন্য সাধারণ মানুষকে মাইয়েত বলা হয় এবং আম্বিয়াগণকে না ঘুমোবার জন্য নবীদেরকে জীবিত বলা হয় এবং আম্বিয়াদেরকে মাইয়েত বলাও নিষিদ্ধ । নিচে হায়াতুন্নবীর উপর দলীল দেওয়া হল,

কুরআন শরীফ থেকে আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) এর প্রমাণ

প্রথম আয়াত

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (سورة البقرة:154)

অনুবাদ ঃ এবং যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় কতল (নিহত) হয়েছেন তাদেরকে মৃত বলোনা তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তাদের জীবন সম্পর্কে জাননা। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৫৪)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

وهذا إنما يصح على أن الله جل ثناؤه رد إلى الأنبياء عليهم السلام أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء۔(حياة الانبياء صلوات الله عليهم: ص 111)

অর্থাৎ এই আয়াত এই ব্যাপারে একদম দুরুস্ত যে আল্লাহ হযরত আম্বিয়া (আঃ) দের রুহ তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন সেজন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে শহীদদের মতো জীবিত। (আকিদা হায়াতুন নবী, পৃষ্ঠা-১১১)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,

وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن والأنبياء أفضل من الشهداء۔ (فتح الباري: ج6 ص595 باب قول الله واذكر في الكتاب مريم)

অর্থাৎ যখন নকলী দালায়েল থেকে তাদের (আম্বিয়ারা) জীবিত হওয়া প্রমাণিত তখন আকলী দালায়েলও তাকে সমর্থন করে (তাঁরা অর্থাৎ আম্বিয়ারা ঠিক সেই রকম) যেরকম জীবিত শহীদরা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী জীবিত। আম্বিয়ারা শহীদদের থেকে উত্তম তাহলে তাঁরা শহীদদের হায়াতের থেকেও উচ্চমানের হায়াত।

আল্লামা সমহুদী (রহঃ) বলেছেন,

و لا شك فى حياته صلى الله عليه و سلم بعد وفاته و كذا سائر الانبياء عليهم الصلوة و السلام احياء فى قبورهم حياة اكمل من حياة الشهداء التى اخبر الله بها فى كتابه العزيز۔

(وفاء الوفاء ج4 ص1352 الفصل الثانى فى بقية ادلة الزيارة)

অর্থাৎ মৃত্যুর পরে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক সেই রকম অন্য আম্বিয়া (আঃ) রাও নিজেদের কবরে জীবিত আছেন। তাদের হায়াত শহীদদের হায়াতের থেকে উত্তম যা আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। (ওফা উল ওফা, পৃষ্ঠা- ১৩৫২)

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) বলেছেন,

والحق عندى عدم اختصاصها بهم بل حيوة الأنبياء أقوى منهم وأشد ظهورا اثارها فى الخارج حتى لا يجوز النكاح بأزواج النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بخلاف الشهيد۔

(تفسير مظهرى: ج1 ص152)

অর্থাৎ আমার নিকট এটাই সত্য যে এই হায়াত শুধু শহীদদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং হযরত আম্বিয়া (আঃ) দেরও এই হায়াত শহীদদের থেকে বেশী শক্তিশালী। (তফসীরে মাজাহীরি, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫২)

আহলে হাদীসদের কাজী শাওকানী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وورد النص فی کتاب الله فی حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين وقد ثبت فی الحديث : أن الأنبياء أحياء فی قبورهم رواه المنذری وصححه البيهقی وفی صحيح مسلم عن النبی صلى الله عليه وآله وسلم قال: مررت بموسى ليلة أسری بی عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلی فی قبره۔

(نیل الاوطار: ج3 ص263 باب فضل یوم الجمعۃ وذکر ساعۃ الاجابۃ الخ)

অর্থাৎ কুরআন শরীফে প্রকাশ্য আয়াতে শহীদদের ব্যাপারে এসেছে যে তাঁরা জীবিত আছেন । তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয় এবং তাদের জীবন শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত । তাহলে হযরত আম্বিয়া (আঃ) এবং মুরসালীন (আঃ) দের জীবনও কেন শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না ? যখন হাদীসে এটা প্রমাণিত যে হযরত আম্বিয়া (আঃ) নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । আল্লামা মন্দরী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন । সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, আমি মিরাজের রাতে সবুজ টিলার উপর হযরত মুসা (আঃ) কে কবরের মধ্যে নামায পড়তে দেখেছি । (নাইনুল আওতার, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৩)

বাগদাদের মুফতী আল্লামা মুহাম্মাদ আলুসী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وهی فوق حياة الشهداء بكثير وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم من حياة سائرهم عليهم السلام ... إن تلك الحياة فی القبر وإن كانت يترتب عليها بعض ما يترتب على الحياة فی الدنيا المعروفة لنا من الصلاة والأذان والإقامة ورد السلام المسموع ونحو ذلك إلا أنها لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على تلك الحياة المعروفة۔

(روح المعانی: ج22 ص38 تحت قولہ تعالیٰ: ماکان محمد ابا احد من رجالکم)

অর্থাৎ এই জীবন যা আম্বিয়া (আঃ) রা অর্জন করেছেন তা শহীদদের জীবন থেকে উচ্চ মানের এবং আমাদের মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবন সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) দের থেকেও উচ্চমানের । (রুহুল মাআনী, খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৩৪)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں،

অর্থাৎ এটা সেই হায়াত যা হযরত আম্বিয়া (আঃ) শহীদদের থেকেও বেশী উত্তম এবং শক্তিশালী ।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাব বিন আব্দুল ওহাব এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

والذی نعتقد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم اعلىٰ مراتب المخلوقين على الاطلاق وانه صلى الله عليه وسلم حی فی قبره حيوة مستقرة ابلغ من حيوة الشهداء المنصوص عليها فی التنزيل اذ هو افضل منهم بلا ريب وانه صلى الله عليه وسلم يسمع من يسلم عليه۔ (اتحاف النبلاء: ص:415)

অর্থাৎ আমাদের এটাই আকিদা যে হুযুর (সাঃ) এর মর্যাদা সমস্ত মখলুকাতের থেকে উত্তম । নবী (সাঃ) নিজের কবরে সশরীরে জীবিত এবং তাঁর এই জীবন কুরআন শরীফে বর্ণিত শহীদদের জীবন থেকে আলাদা কেননা নবী (সাঃ) শহীদদের থেকে অনেক উত্তম এবং তিনি নিজের রওজা শরীফে (কবরে) সালাম পাঠকারীদের সালাম নিজে শুনতে পান । (আতহাফুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা- ৪১৫)

আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

الشهيد باولى من النبى وان نبى الله حى يرزق فى قبره كما ورد فى الحديث ۔ (احکام القرآن للتھانوی ج 1 ص 92)

অর্থাৎ শহীদ নবীর থেকে উত্তম নন এবং আল্লাহর নবী জীবিত এবং তাঁকে কবরে রিজিক দেওয়া হয় যেরকম হাদীসে বর্ণিত আছে । (আহকামুল কুরআন, লিত থানবী, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৯২)

দ্বিতীয় আয়াত

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. (سورة آل عمران:169)

অনুবাদ ঃ যাঁরা আল্লাহর রাস্তার শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত বলে মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত, তাঁরা আল্লাহর নিকট রিজিক পান ।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সাখাবী (রহঃ) বলেছেন,

ومن ادلة ذلك ايضاً قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ فان الشهادة حاصلة له صلى الله عليه وسلم على اتم الوجوه لانه شهيد الشهداء، وقد صرح ابن عباس وابن مسعود و غيرهما رضى الله عنهم بانه صلى الله عليه وسلم مات شهيداً. (القول البدیع: ص 173 تحت العنوان: رسول اللہ حی علی الدوام)

অর্থাৎ এবং (হায়াতুন নবী) এর দালায়েলের মধ্যে একটি দালায়েক হল আল্লাহ তাআলার ফরমান ঃ “যাঁরা আল্লাহর রাস্তার শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত বলে মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত, তাঁরা আল্লাহর নিকট রিজিক পান ।” এই জন্য নবী (সাঃ) কে শাহাদাত পরিপুর্ণভাবে অর্জিত আছে । কেননা নবী (সাঃ) শহীদদের নেতা এবং হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মসউদ (রাঃ) এই কথার তাশরীহ করেছেন যে নবী (সাঃ) শহীদী মৃত্যু অর্জন করেছেন । (আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা- ১৭৩)

তৃতীয় আয়াত

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. (سورة السجدة:23)

অনুবাদ ঃ এবং আমি হযরত মুসা (আঃ) কে কিতাব দিয়েছি । সুতরাং হে নবী ! তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না । (সুরা আসসিজদাহ, আয়াত-২৩)

এই আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ قال: كان قتادة يفسرها أن نبی الله صلى الله عليه وسلم قد لقی موسی عليه السلام.
(صحیح مسلم: ج1 ص94، باب الاسراء برسول الله الخ)

অর্থাৎ হযরত ইউনুস বিন মুহাম্মাদ বলেছেন, হযরত কাতাদাহ এই আয়াত وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ এর তফসীরে একথা বলেছেন যে নবী করীম (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন । (মুসলিম শরীফ, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৯৪)

হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

معناه فلا تكن فی شك من لقاء موسى فإنك تراه وتلقاه. (التفسیر الکبیر: ج25 ص161)

অর্থাৎ এই আয়াতের অর্থ হল নবী করীম (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে যেন সন্দেহ না করেন । নবী (সাঃ) তাঁকে দেখবেন এবং সাক্ষাত করবেন । (তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা- ১৬১)

কাজী শাওকানী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

قال المفسرون: وعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموت ثم لقيه فی السماء وفی بيت المقدس حين أسری به. (فتح القدير: ج4 ص307)

অর্থাৎ মুফাসসিররা বলেছেন ঃ নবী (সাঃ) এর সঙ্গে এই ব্যাপারে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে মৃত্যুর আগে নবী (সাঃ) এর হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত হবে । পরে যখন নবী (সাঃ) মিরাজে গিয়েছিলেন তখন হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে আকাশে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে সাক্ষাত করেন । (ফতহুল কাদীর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৭)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেছেন,

وأخرج الطبرانی وإبن مردويه والضياء فی المختارة بسند صحيح عن إبن عباس أنه قال فی الآية: أی من لقاء موسى وأخرج إبن المنذر وغيره عن مجاهد نحوه وأخرج إبن أبی حاتم عن أبی العالية أنه قال كذلك فقيل له: أو لقی عليه الصلاة و السلام موسى قال: نعم ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ وأراد بذلك لقاءه صلى الله تعالى عليه وسلم إياه ليلة الإسراء. (روح المعانی: ج21 ص137)

অর্থাৎ ইমাম তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া এবং জিয়াউদ্দিন মাকদেসী নিদের ‘মুখতার’ এর মধ্যে সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন لقاء (সাক্ষাত) এর অর্থ মুসা (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত । আল্লামা ইবনুল মানজার ইমাম মুজাহিদ থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন । ইবনে আবী হাতিম রাযী আবুল

আলিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনিও এই তফসীর করেছেন । যখন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে হুযুর (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে কি সাক্ষাত করেছেন ? তখন তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ করেছেন । আপনি কি আল্লাহর এই ফরমান وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا এর মধ্যে দৃষ্টিপাত করেন নি ? এই আয়াতে তিনি মিরাজের রাত্রে হুযুর (সাঃ) এর হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ নিয়েছেন । (তফসীর রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা- ১৩৭)

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

كان قتادة يفسرها أن النبى صلى الله عليه و سلم قد لقى موسى عليه السلام و وافقه عليه جماعة... وقد جمع البيهقى كتابا لطيفا فى حياة الانبياء فى قبورهم اورد فيه حديث انس: (الانبياء احياء فى قبورهم يصلون) اخرجه من طريق يحيى بن ابى كثير و هو من رجال الصحيح عن المستلم بن سعيد... و شاهد هذا الحديث ما ثبت فى صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رفعه(مررت بموسىٰ ليلة اسرى بى عند الكثيب الاحمر و هو قائم يصلى فى قبره)۔ (فتح الملهم:ج1ص329باب الاسراء برسول الله وفرض الصلاة الخ)

অর্থাৎ হযরত কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা এই ভাবে করেছেন যে নবী করীম (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন এবং মুফাসসিরদের একটি দলও এই ব্যাখ্যাই করেছেন । (ফতহুল মুলহীম, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩২৯)

আল্লামা উসমানী অন্যত্র বলেছেন ঃ ইমাম বাইহাকী আম্বিয়া (আঃ) দের কবরে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে একটি খুব সুন্দর কিতাব লিখেছেন । তিনি সেখানে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে আম্বিয়া (আঃ) নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায পড়েন । এই হাদীসটাকে তিনি সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম এর রাবী ইয়াহইয়া বিন আবী কাসীর আন মুসতালাম বিন সায়ীদের থেকে বর্ণনা করেছেন ।

চতুর্থ আয়াত

وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ (سورة الزخرف:45)

অনুবাদ ঃ এবং আপনার আগে যেসব পয়গাম্বর আমি পাঠিয়েছি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ।

ইমাম আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আনসারী কুরতুবী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

في غير رواية ابن عباس: فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة، وكان يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله، وعلى يمينه إسماعيل وعلى يساره إسحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فأمهم ركعتين؛ فلما انفتل قام فقال: إن ربي أوحى إلى أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله؟ (الجامع لاحكام القرآن: ج2 ص2774)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সাঃ) এর পিছনে আম্বিয়া (আঃ) দের সাতটি সফ ছিল । তিনটি সফ রসুলদের ও চারটি সফ নবীদের ছিল । নবী করীম (সাঃ) এর ঠিক পিছনেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন । তাঁর ডানদিকে হযরত ইসমাইল (আঃ) ছিলেন এবং বাঁদিকে হযরত ইসহাক (আঃ) তারপর হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন । তারপর অন্য রসুলগণ ছিলেন । নবী (সাঃ) তাঁদেরকে দুই রাক্‌আত নামায পড়ালেন । নামায শেষ করার পর নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমার আল্লাহ আমাকে ওহী করেছেন যে আমি আপনাদেরকে এই প্রশ্ন করি যে আপনারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদতের জন্য লোকেদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন ? (আল জামেউল আহকামুল কুরআন, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৭৪)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء، فإن الأنبياء عليهم الصلوٰة و السلام جمعوا له. (تفسیر ابن کثیر: ج4 ص162)

অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন যে এই কালাম وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا এর সম্পর্ক মিরাজের রাতের সঙ্গে আছে যে রাতে নবী (সাঃ) মিরাজের রাতে তাঁদেরকে (আম্বিয়াদেরকে) প্রশ্ন করেন । কেননা আম্বিয়াদেরকে আমাদের নবী (সাঃ) এর জন্য একত্রিত করেছিলেন । (তফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা- ১৬২)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ففيه وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء.

(فتح الباری: ج7 ص263 کتاب المناقب، باب المعراج)

অর্থাৎ মিরাজের রাতে আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের রুহ সশরীরে হাজির হওয়ার প্রমাণ এই হাদীস দ্বারা হয় যে যে হাদীসে আব্দুর রহমান বিন হাশিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী (সাঃ) এর খাতিরে হযরত আদম (আঃ) এবং অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ) দেরকেও উঠিয়ে হাজির করা হয়েছিল । (ফতহুল বারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬৩)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) আরও লিখেছেন,

وطرق ذلك صحيحة فيحمل على أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره ثم عرج به هو ومن ذكر من الأنبياء إلى السماوات فلقيهم النبي صلى الله عليه و سلم ثم اجتمعوا في بيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا صلى الله عليه و سلم قال وصلاتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة لا يرده العقل وقد ثبت به النقل فدل ذلك على حياتهم.

(فتح الباری: ج6 ص 595 کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ واذ کر فی الکتاب مریم)

অর্থাৎ মিরাজের ব্যাপারে এই হাদীসটা সহীহ । এর সারাংশ এই হল যে নবী করীম (সাঃ) মুসা (আঃ) কে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন । তারপর তিনি (সাঃ) এবং অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ) যাঁদের বর্ণনা নবী (সাঃ) করেছেনে তাঁরা সকলেই আসমানের দিকে সফর করেছিলেন (তখন আসমানে) হুযুর (সাঃ) তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তারপর তাঁরা সকলেই বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হন । নামায আদায় করেন তখন হুযুর (সাঃ) সেই নামাযের ইমামতি করেন । ....নকলী দলীল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় এবং এই কথার দলীল যে আম্বিয়া (আঃ) গণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (ফতহুল বারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯৫)

মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

ومما يؤيد تشكل الأنبياء وتصورهم على وجه الجمع بين أجسادهم وأرواحهم. قوله: (فإذا موسى قائم يصلي) فإن حقيقة الصلاة وهي الإتيان بالأفعال المختلفة إنما تكون للأشباح لا للأرواح. (مرقاۃ المفاتیح: ج10 ص 571 باب فی المعراج)

অর্থাৎ হযরত আম্বিয়া (আঃ)রা মিরাজের রাতে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন এই কথার সমর্থন নবী (সাঃ) এর এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যেখানে তিনি বলেছেন ঃ হযরত মুসা (আঃ) নিজের কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন ...... । (মিরকাত, খন্ড- ১০, পৃষ্ঠা-৫৭১)

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

قال عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنهما انه لمّا اسری بالنبی صلی الله علیه وسلم بعث الله له آدم وولده من المرسلين فاذّن جبرئيل ثم اقام وقال يا محمد تقدم فصل بهم فلمّا فرغ من الصلاة قال جبرئيل سل يا محمد من أرسلنا قبلك من رّسلنا. (تفسیر المظہری: ج8 ص 353)

অর্থাৎ হযরত আত্বা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ) কে মিরাজে আনেন তখন হযরত আদম (আঃ) তাঁর বংশের সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) কে উঠানো হয় । তারপর হযরত জিবরাইল (আঃ) বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ তাঁদেরকে প্রশ্ন করুন । (তফসীরে মাজাহীরি, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৫৩)

কাজী শাওকানী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

قال الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد : إن جبريل قال ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم لما أسرى به فالمراد سؤال الأنبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته لهم.
(فتح القدير ج4 ص661)

অর্থাৎ জুহরী, সায়ীদ বিন জাবীর এবং ইবনে জায়েদ (রহঃ) বলেছেন যে এই কালাম وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا মিরাজের রাতে হযরত জিবরাইল (আঃ) নবী (সাঃ) আরজ করেছিলেন আর এর অর্থ হল যে নবী (সাঃ) আম্বিয়া (আঃ)দের সঙ্গ সাক্ষাত করার সময় প্রশ্ন করেছিলেন । (ফতহুল কাদীর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৬১)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

يستدل به على حياة الانبياء.(مشكلات القرآن ص:234)

অর্থাৎ এই আয়াতের দ্বারা হায়াতে আম্বিয়া (আঃ) এর জন্য ইস্তেদলাল করা হয় । (মুশকিলাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা-২৩৪)

এছাড়াও বিধিন্ন তফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একথায় বলা হয়েছে যে আম্বিয়ারা সশরীরে মিরাজের রাতে একত্রিত হয়েছিলেন এবং নবী (সাঃ) তাদের নামাযে ইমামতি করেন ।

পঞ্চম আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ○ (سورة الحجرات:2،3)

অনুবাদ ঃ হে ইমানদারগণ ! নিজেদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের থেকে উচু করবে না এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় যেরকম জোরে কথা বলো সেরকম জোরে নবীর সাথে কথা বলার সময় বলবে না । এরকম না হয় যে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং তোমরা তা জানতেই না পারো । নিশ্চয় যে ব্যাক্তি নবুওয়াতের দরবারে নিজের আওয়াজ নিচু করে রাখে তারা সেই লোক যাঁদের অন্তরে আল্লাহ পরীক্ষা করে তাকওয়ার জন্য চয়ন করেছেন । তাঁদের মারেফতও অর্জিত আছে এবং অনেক নেকিও আছে । (সুরা আল হুজরাত, আয়াত ২-৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ) লিখেছেন,

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور ایسی آواز سے سلام کرنا بے ادبی اور آپ کی ایذاء کا سبب ہے۔ لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔(تذکرۃ الخلیل: ص370)

অর্থাৎ নবী (সাঃ) জীবিত আছেন এবং এই আওয়াজে সালাম করা বেআদবী এটা তাঁর সম্মানের জন্য । সেজন্য নিম্নস্বরে সালাম করা উচিৎ মসজিদে নববীতে যত নিম্নস্বরেই সালাম করা হোক সেটা নবী (সাঃ) শুনতে পান । (তাযকিরাতুল খলীল, পৃষ্ঠা-৩৭০)

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہو، وہاں بھی اِن آداب کو ملحوظ رکھے۔ (تفسیر عثمانی:ج2ص640)

অর্থাৎ যারা কবর শরীফের পাশে হাজির হবেন সেখানে এই আদবকে বজায় রাখবেন । (তফসীরে উসমানী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুহাম্মাদ মালিক কান্ধলবী (রহঃ) বলেছেন,

احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دو شخصوں کی آواز سنی تو ان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ اہل طائف ہیں۔ تو فرمایا: اگر یہاں مدینے کے باشندے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا (افسوس کی بات ہے) تم اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس حدیث سے علماءِ امت نے یہ حکم اخذ فرمایا ہے کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی حیات مبارکہ میں تھا، اسی طرح کا احترام و توقیر اب بھی لازم ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیّ (زندہ) ہیں۔ (معارف القرآن تکملہ ج:7ص487)

অর্থাৎ হাদীস শরীফে আছে যে একবার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মসজিদে দুই ব্যাক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন তখন তাঁদেরকে দাঁড় করালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথাকার ? বোঝা গেল এরা তায়েফবাসী । তখন তাদেরকে বলা হল, যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হত (আফসোসের ব্যাপার হল) তোমরা নবীর মসজিদে নিজেদের আওয়াজ জোরে করছ । এই হাদীস থেকে উম্মতের উলামারা এই হুকুম করেছেন যে, যেরকম নবী (সাঃ) এর এহতেরাম (সম্মান) তাঁর জীবিত অবস্থায় ছিল ঠিক সেই রকম এহতেরাম ও মর্যাদা দেওয়া তাঁর মৃত্যুর করা উচিৎ । কেননা হুযুর (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন । (মাআরেফুল কুরআন, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ৪৮৭)

হাদীস শরীফ থেকে আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) এর প্রমাণ

১ নং হাদীস

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ۔

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আম্বিয়ারা নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁরা নামায পড়েন । (মুসনাদে আবী ইয়ালা, পৃষ্ঠা-৬৫৮/ হায়াতুল আম্বিয়া লিল বাইহাকী, পৃষ্ঠা-৭০/ সাফাউস সিকাম লিস সুবকী, পৃষ্ঠ-৩৯১)

এই হাদীসটা সহীহ

এই হাদীসটাকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসরা নকল করেছেন এবং সহীহ বলেছেন ।

যেমন, আল্লামা হায়সামী (রহঃ) মাজমাওউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থের ৮ খন্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় ১৩৮১২ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, رجال أبي يعلى ثقات অর্থাৎ ইমাম আবু ইয়ালার সনদের সকল রাবী সিক্বাহ ।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন, وصححه البيهقي অর্থাৎ এই হাদীসটাকে ইমাম বাইহাকী (রহঃ) সহীহ বলেছেন । (ফতহুল বারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯৫)

আল্লামা সমহুদী (রহঃ) বলেছেন, ورواه ابو يعلى برجال ثقات ورواه البيهقي وصححه অর্থাৎ এই হাদীসটাকে ইমাম আবু ইয়ালা সিক্বাহ রাবীদের সনদ থেকে বর্ণনা করেছেন । ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই হাদীসটাকে বর্ণনা করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন । (ওফাউল ওফা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা- ১৩৫২)

মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, صح خبر الانبياء احياء في قبورهم অর্থাৎ হাদীস "الانبياء احياء في قبورهم" সহীহ । (মিরকাতুল মাফাতিহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৫)

আল্লামা মুনাবী (রহঃ) বলেছেন, وهو حديث صحيح. অর্থাৎ এই হাদীস সহীহ । (ফাইযুল কদীর শারাহ আল জামেউস সগীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩৯, হাদীস নম্বর-৩০৮৯)

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেছেন, আবু ইয়ালা সিক্বাহ রাবী থেকে হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রসুল (সাঃ) বলেছেন "الانبياء احياء في قبورهم" অর্থাৎ সমস্ত আম্বিয়া নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (মাদারিজুন্নবুয়াহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৭)

আল্লামা আলী বিন আহমদ বিন নুরুদ্দিন আজিজি (রহঃ) বলেছেন, وهو حديث صحيح অর্থাৎ এই হাদীস সহীহ ।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেছেন,

أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وروحه لا تفارقه لما صح أن الأنبياء أحياء في قبورهم

অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁর রুহ মুবারক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না । কেননা সহীহ হাদীসে এসেছে যে হযরত আম্বিয়া (আঃ) গণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (তুহফাতুয যাকরিন বাআদাতুল সাহীন আস সাহীঈন, পৃষ্ঠা-৪২)

কাজী শাওকানী অন্য জায়গায় লিখেছেন,

وقد ثبت في الحديث ان الانبياء احياء في قبورهم رواه المنذري وصححه البيهقي

এই কথা হাদীস থেকে প্রমাণিত যে ''আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন'' এই বর্ণনাটিকে আল্লামা মন্দরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন এবং আল্লামা বাইহাকী (রহঃ) এই হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন । (নাইনুল আওতার, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৩)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) 'ফয়জুল বারী' গ্রন্থের খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪ এর باب رفع الصوت في المسجد মধ্যে এই হাদীস সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) যে সহীহ বলেছেন সেটাকে নকল করেছেন এবং তার উপর ভরসা করেছেন ।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) 'ফতহুল মুলহীম' গ্রন্থের খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩২৯ এর মধ্যে باب الاسراء برسول الله وفرض الصلاة অধ্যায়ে এই হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন ।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) বলেছেন,

اور یہ حدیث کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔

এবং এই হাদীস ''আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায পড়েন'' সহীহ ।

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা সরফরাজ খান সফদর (রহঃ) বলেছেন,

امام ابو یعلیٰ کے طریق سے جو روایت ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور ثبت ہیں

ইমাম আবু ইয়ালা থেকে যে বর্ণনা আছে তার সমস্ত রাবী সিক্বাহ । (তাসকিনুস সুদুর, পৃষ্ঠা-২২২)

২ নং হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন মানুষ আমাকে সালাম পাঠায় তখন আল্লাহ তাআলা আমার রুহ আমার নিকট পাঠিয়ে দেন (অর্থাৎ মুতাওয়াজ্জাহ করে দেন) এই পর্যন্ত আমি তাঁর সালামের জবাব দিই । (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৬/ মুসনাদে আহমদ, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৭৫, হাদীস নং ১০৭৫/ মুসনাদে ইসহাক বিন রাহবিয়া, পৃষ্ঠা-২০৪, হাদীস নং ৫২০/ সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৫/ শুআবুল ইমান লিল বাইহাকী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৭/ আল মাজমাওয়াউল ওয়াসাত লিত তিবরানী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৬, হাদীস নং ৩০৯২)

এই হাদীসটা সহীহ

এই হাদীসটাকেও বিভিন্ন মুহাদ্দিসরা নকল করেছেন এবং সহীহ বলেছেন । যেমন,

১) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) ‘মাজমুআ ফাতাওয়া’ গ্রন্থের খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৫৫ কিতাবুর যিয়ারাহ এর মধ্যে লিখেছেন, وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ এই হাদীসটি মজবুত ।

২) আল্লামা তকিউদ্দি সুবকী শাফেয়ী (রহঃ) লিখেছেন, هذا اسناد صحيح এই হাদীসের সনদ সহীহ । (সিফা উস সিকাম, পৃষ্ঠা-১৬১)

৩) হাফিয আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, ورواته ثقات এই বর্ণনাটির রাবী সিক্বাহ । (ফতহুল বারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯৬)

৪) আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন, وصححه النووي في الاذكار ইমাম নববী (রহঃ) এই বর্ণনাটিকে ‘কিতাবুল আযকার’ এর মধ্যে সহীহ বলেছেন । (তফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৭৪)

৫) আল্লামা সমহুদী (রহঃ) বলেছেন,
وروى ابو داود بسند صحيح......عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সহীহ সনদে হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে মরফুভাবে বর্ণনা করেছেন । (ওফাউল ওফা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩৪৯)

৬) আল্লামা যুরকানী (রহঃ) বলেছেন, باسناد صحيح এই বর্ণনাটি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে । (শরহুল মুহাজ্জাব লিজ যুরকানী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৮)

৭) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) বলেছেন, رواته ثقات এই হাদীসের রাবী সিক্বাহ । (আকিদাতুল সালাম, পৃষ্ঠা-১২০)

৮) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেছেন, ورواته ثقات এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য ।

৩ নং হাদীস

عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ بَلَيْتَ، فَقَالَ: اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ.

অনুবাদ ঃ হযরত ওয়েস বিন ওয়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের দিনে মধ্যে উত্তম দিন হল জুমার দিন । সেই দিন হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়েছেন । সেই দিন তিনি ইন্তেকাল করেন । সেই দিনই শৃঙ্গার ফুঁকা হবে । সেই দিনই দ্বিতীয়বার উঠানো হবে । সেজন্য জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী করে দরুদ পাঠ করবে কেননা তোমাদের দরুদ আমার কাছে পাঠানো হয় । সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রসুল আমাদের দরুদ আপনার উপর কিভাবে পাঠানো হবে ? যখন আপনার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ? তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আম্বিয়াদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে । (অর্থাৎ মাটি আম্বিয়াদের শরীরকে টুকরো টুকরো করতে পারবে না) । (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৭/ সুনানে নাসাই, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৪/ সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৭৬/ সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৮-২৪৯/ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬/ মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-১২, হাদীস নং ১৬১০৭ পৃষ্ঠা-৪৭৪/ মুসতাদরাক হাকীম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৯, হাদীস নং ১০৬৪/ সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৩৯/ সহীহ ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা-৩৫০/ হাদীস নং ৯১০)

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলে সেটা তাঁর কাছে পাঠানো হয় এবং এই হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হয় সাহাবায়ে কেরামদের প্রশ্নে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য এইরকম শরীর হওয়া প্রয়োজন যার উপ দরুদ পাঠানো যেতে পারে আর এটা রুহ ছাড়া সম্ভব নয় । অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর শরীর সুরক্ষিত থাকা এটা দলীল যে আম্বিয়া (আঃ) নিজেদের কবরে জীবিত আছেন ।

এই হাদীসটা সহীহ

এই হাদীসটাকেও বিভিন্ন মুহাদ্দিসরা নকল করেছেন এবং সহীহ বলেছেন । যেমন,

১) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, هذا حديث صحيح على شرط البخاري এই হাদীসটি ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ । (মুসতাদরাক হাকীম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৯, ১০৬৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

২) ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন,

في سنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجة بالأسانيد الصحيحة عن أوس بن أوس رضي الله عنه الخ

সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাই এবং সুনানে ইবনে মাজাহ এর মধ্যে সহীহ সনদে হযরত ওয়েস বিন ওয়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। (কিতাবুল আযকার, পৃষ্ঠা- ১৫০)

৩) আল্লামা ইবনে আব্দুল হাদী (রহঃ) বলেছেন,

عن أوس حديثاً صحيحاً، لأن رواته كلهم مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة، ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم بن حبان، والحافظ عبد الغني المقدسي، وابن دحية وغيرهم، ولم يأت من تكلم فيه وعلله بحجة بينة.

হযরত ওয়েস বিন ওয়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস সহীহ কেননা এই হাদীসের সমস্ত রাবী স্বদুক। আমানত, সিক্বাহত, এবং আদালতে মশহুর। সেজন্য হাদীস বিশরদদের একটি দল এই হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন যাঁদের মধ্যে ইবনে হিব্বান, হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী এবং ইবনে দাহর (রহঃ) প্রভৃতিরা আছেন। এমন কেউ নেই যাঁরা এই হাদীসের উপর জেরা করেছেন এবং দলীল দ্বারা কালাম করেছেন এবং সেটাকে মুআল্লাল বলা হয়েছে। (আলসারমুল মনকী, পৃষ্ঠা- ১৮৪)

৪) আল্লামা যাহাবী (রহঃ) এই হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। (তালখীস আলাল মুসতাদরাক, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৫৬৯, ১০৬৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

৫) আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহঃ) বলেছেন,

ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم.

যে ব্যাক্তি এই হাদীসটির সনদে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করবে তাহলে তার এই হাদীসটি মধ্যে সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না। কেননা এর সমস্ত রাবী সিক্বাহ এবং মশহুর এবং আয়েম্মাগণ এই হাদীসটাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। (জালাউল ফাহাম, পৃষ্ঠা-৩০, ৬২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

৬) হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন,

وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، والنووي في الأذكار.

এই হাদীসটাকে ইমাম ইবনে খুযাইমাহ, ইমান ইবনে হিব্বান, ইমাম দার কুত্বনী এবং ইমা নববী নিজের 'কিতাবুল আযকার' এর মধ্যে সহীহ বলেছেন। (তফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৭৩)

৭) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,

وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس وهو عند احمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم.

হযরত ওয়েস বিন ওয়েস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে জুমার দিনে নবী (সাঃ) এর উপর বেশী করে দরুদ পড়ার কথা এসেছে। এই হাদীসটাকে ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ

বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান এবং ইমাম হাকিম এটাকে সহীহ বলেছেন । (ফতহুল বারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা-২০০, বাব সালাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

৮) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেছেন,

در حدیث صحیح آمده است که بسیار گوید در روزِ جمعه درود بر من زیرا که صلوٰة شما معروض مے گردد بر من ایں جا معلوم مے شود که حیات انبیاء حیات جسمی دنیاوی

সহীহ হাদীসে এসেছে ‘জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী করে দরুদ পাঠ করবে কেননা তোমাদের দরুদ আমার কাছে পাঠানো হয় ।’ এর দ্বারা বোঝা যায় আম্বিয়া (আঃ) দের হায়াত (জীবন) পার্থিব শরীরের জীবন । শুধু রুহের সঙ্গে জীবন নয় । (মাদারিজুন নবুয়াহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯২০)

৯) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেছেন,

وهو حي في قبره الشريف و لحوم الانبياء عليهم السلام حرام على الارض كما ورد به الاثر۔

হুযুর (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন এবং আম্বিয়াদের শরীর মাটির জন্য হারাম করা হয়েছে যেরকম হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে । (ফতহুল মুলহীম শারাহ সহীহ মুসলিম, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪৯৮)

১০) ইমামে আহলে সুন্নাত সরফরাজ খান সফদর (রহঃ) বলেছেন,

اصول حدیث کے رو سے یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

উসুলে হাদীসের নিয়ম অনুযায়ী এই বর্ণনাটি একদম সহীহ এবং এতে কোন সন্দেহ নেই । (তসকীনুস সুদুর, পৃষ্ঠা-৩০২)

৪ নং হাদীস

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة على يوم الجمعة. فإنه مشهود تشهده الملائكة. وإن أحدا لن يصلي على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت؟ قال (وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فنبي الله حي يرزق)۔ (سنن ابن ماجه: ص118 کتاب الجنائز باب ذکر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী করে দরুদ পাঠ করবে কেননা সেই দিনটা হাজরির দিন । এই দিন ফেরেস্তাগণ হাজির হন । আমার উপর যে ব্যাক্তি দরুদ পড়ে তার দরুদ আমার কাছে পাঠানো হয় যতক্ষন পর্যন্ত সে দরুদ পড়ে ততক্ষন পাঠানো হয় । হযরত আবু দারদা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মৃত্যুর পরেও কি পাঠানো হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ,

মৃত্যুর পরেও পাঠানো হবে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য আম্বিয়াদের শরীরকে খাওয়ার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ নবীগণ জীবিত আছেন এবং তাঁদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা- ১১৮)

এই হাদীসটা সহীহ

১) আল্লামা মন্দরী (রহঃ) বলেছেন, رواه ابن ماجة باسناد جيد এই হাদীসটাকে ইমাম ইবনে মাজাহ শক্তিশালী সনদের সাথে নকল করেছেন। (আততারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২৮)

২) আল্লামা ইবনুল মকীন (রহঃ) বলেছেন, وَإِسْنَادهُ حسن এই হাদীসের সনদ হাসান দরজার সহীহ। (আল বদরুল মুনীর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৮)

৩) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন, رجاله ثقات এই বর্ণনাটির রাবী সিক্বাহ। (তাহযীবুত তাহযীব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩৭)

৪) আল্লামা সামহুদী (রহঃ) বলেছেন, رواه ابن ماجة باسناد جيد ইবনে মাজাহর এই বর্ণনাটি শক্তিশালী। (ওফাউল ওফা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা- ১৩৫৩)

৫) মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন,
بإسناد جيد نقله ميرك عن المنذري وله طرق كثيرة. এই হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মিরক এই বর্ণনাটিকে আল্লামা মন্দরী (রহঃ) থেকে নকল করেছেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১১২)

৬) আল্লামা আজিজী (রহঃ) বলেছেন, ورجاله ثقات এই হাদীসের রাবী সিক্বাহ। (আস সিরাজুল মুনীর, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৯০)

৭) কাজী শাওকানী বলেছেন, وقد أخرج ابن ماجة بإسناد جيد এই বর্ণনাটিকে ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন। (নাইনুল আওতার, খন্ড-৩, পৃষ্ঠ-২০৩)

৮) আল্লামা যুরকানী (রহঃ) বলেছেন, رواه ابن ماجة برجال ثقات ইবনে মাজাহ এই হাদীসটাকে সিক্বাহ রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (শরহুল মুহাজ্জাব, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

৯) আল্লামা সিন্ধী (রহঃ) বলেছেন, هَذَا الْحَدِيث صَحِيح এই হাদীসটা সহীহ । (শারাহ সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১০)

১০) শামসুল হক আজিমাবাদী বলেছেন, رواه ابن ماجة بإسناد جيد وله طرق كثيرة এই হাদীসটাকে ইমাম ইবনে মাজাহ শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন । (আওনুল মাবুদ শারাহ সুনানে আবু দাউদ, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৬১)

১১) ইমামে আহলে সুন্নত সরফরাজ খান সফদর (রহঃ) বলেছেন,

اس روایت کے سب راوی ثقہ ہیں اور اس کی سند جیّد اور کھری ہے

এই বর্ণনাটির সমস্ত রাবী সিক্বাহ । এবং এর সনদ শক্তিশালী । (তাসকীনুস সুদুর, পৃষ্ঠা-৩১৯)

৫ নং হাদীস

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ اُمَّتِي السَّلاَمَ

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহর ফরফ থেকে কিছু এমন ফেরেস্তা নিযুক্ত আছেন যারা জমিনে ঘুরে বেড়ান এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পাঠিয়ে দেন । (সুনানে নাসাই, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৮৯/ মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৩৬৬৬/ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৪৪/ মিশকাতুল মাফাতিহ, পৃষ্ঠা-৮৬/ আল খাসায়েসুল কুবরা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪৮৯/ মুসতাদরাক হাকীম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৯৭/ মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৪১/ সহীহ ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা-৩৫১, হাদীস নং ৯১৪/ মুসনাদে আবী ইয়ালা, পৃষ্ঠা-৯৫১/ হাদীস নং ৬২১০)

এই হাদীসটা সহীহ

এই হাদীসটাকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ নিজেদের কিতাবে নকল করেছেন এবং সহীহ বলেছেন । যেমন,

১) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, صحيح الإسناد এই হাদীসটির সনদ সহীহ । (মুসতাদরাক আলাসসহীয়ায়েন, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৯৭)

২) আল্লামা ইবনে আব্দুল হাদী (রহঃ) বলেছেন,

رواه النسائي وإسماعيل القاضي وغيرهما من طرق مختلفة بأسانيد صحيحة

এই বর্ণনাটিকে ইমাম নাসাই এবং ইসমাইল আল কাজী বিভিন্ন ভাবে সহীহ সনদের সাথে নকল করেছেন । (সারামুল মুনকী, পৃষ্ঠা-২০২)

৩) আল্লামা যাহাবী (রহঃ) তাঁর 'তালখীস আলাল মুসতাদরাক' গ্রন্থের খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৭ এর মধ্যে এই হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন ।

৪) আল্লামা হায়সামী (রহঃ) এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ইমাম যুরা (রহঃ) এই হাদীসটাকে বর্ণনা করেছেন এবং এর সমস্ত রাবী সহীহ বুখারীর রাবী । (মাজমাওয়াউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৯৫)

৫) আল্লামা সাখাবী (রহঃ) বলেছেন,

رواه احمد و النسائی و الدارمی و ابو نعیم و البیہقی و الخلعی و ابن حبان و الحاکم فی صحیحھما وقال صحیح الاسناد۔

ইমাম আহমদ, ইমাম নাসাই, ইমাম দারমী, ইমাম আবু নুয়াইম, ইমাম বাইহাকী, ইমাম খলয়ী এই হাদীসটাকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান এবং ইমাম হাকিম এই বর্ণনাটিকে নিজের 'সহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম হাকিম বলেছেন যে এই হাদীসের সনদ সহীহ । (আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা- ১৫৯)

৬) আল্লামা আজিজী (রহঃ) বলেছেন, حديث صحيح এই হাদীসটা সহীহ । (আল সিরাজুল মুনীর, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৫১৮)

৭) শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেছেন,

نزد احمد و نسائی ہر آئینہ خدائے را فرشتگانند سیر کنند گان در زمین میر سانند مرا از امت من سلام را و بتواتر سیدہ ایں معنی الخ

ইমাম আহমদ এবং ইমাম নাসাই এর বর্ণনায় আছে "আল্লাহর ফেরেস্তা নিযুক্ত আছেন যারা জমিনে ঘুরে বেড়ান এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পাঠিয়ে দেন" এই শব্দটি বহুল সূত্রে প্রমাণিত । (ফাতাওয়া আজিজিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯)

৬ নং হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ "

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যাক্তি আমার কবরের পাশে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে আমি তা স্বয়ং শুনতে পাই আর যে ব্যাক্তি দুর থেকে আমার উপর দরুদ পড়ে তা আমার কাছে পৌছে দেওয়া হয় । (মিশকাতুল মাফাতিহ, পৃষ্ঠা-৮৭/ শুআবুল ইমান লিল বাইহাকী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৮/ জালাউল ফাহাম আল ইবনুল কাইয়্যিম, পৃষ্ঠা-২২/ আল কাওলুল বদী লিস সাখাবী, পৃষ্ঠা-১৬০/ হায়াতুল আম্বিয়া লিল বাইহাকী, পৃষ্ঠা-১০৪/ কিতাবুস সাওয়াব আল আমাল লাবী আস শায়খ আল সুবহানী হাওয়ালা ফাতহুল বারী খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৭৯)

এই হাদীসটা সহীহ

এই হাদীসটাকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ নিজেদের কিতাবে নকল করেছেন এবং সহীহ বলেছেন । যেমন,

১) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন, واخرج ابو الشيخ فى كتاب الثواب بسند جيد মুহাদ্দিস আবু আস শায়খ আস সুবহানী (রহঃ) উত্তম সনদে এই হাদীসটিকে তখরীজ করেছেন । (ফাতহুল বারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯৫)

২) ইমাম সাখাবী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ ‘আল কাওলুল বদী’ এর ১৬০ পৃষ্ঠায় এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন ।

৩) মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) লিখেছে, ورواه ابو الشيخ وابن حبان فى كتاب ثواب الاعمال بسند جيد আবু শায়খ সুবহানী এবং ইবনে হিব্বান এই হাদীসটাকে শক্তিশালী সনদে নকল করেছেন । (আল মিরকাত শারাহ মিশকাত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২)

৪) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেছেন, سنده جيّد এর সনদ শক্তিশালী । (ফতহুল মুলহীম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩০)

৫) নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী তাঁর ‘দ্বলীলুত ত্বালীব’ গ্রন্থের ৮৪৪ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটাকে উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ বলেছেন ।

৬) ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা সরফরাজ খান সফদর (রহঃ) তাঁর ‘তাসকীনুস সুদুর’ গ্রন্থের ৩২৮ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটকে সহীহ বলে গন্য করেছেন ।

৭) মাওলানা গুলামুল্লাহ খান ‘মাহনামা তালিমুল কুরআন রাওয়ালপিন্ডি’ এর ৪৮ পৃষ্ঠায় অক্টোবর ১৯৬৭ এর মধ্যে এই হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন ।

৭ নং হাদীস

عن عطاء مولى أم حبيبة قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليهبطن عيسى ابن مريم حكما عدلا و إماما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما و ليأتين قبري حتى يسلم عليّ و لأردن عليه يقول أبو هريرة : أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام۔

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) নিশ্চয় বিচার ফায়সালাকারী । তিনি পৃথিবীতে শাসক হয়ে অবতীর্ণ হবেন এবং তিনি এই পথ দিয়ে হজ করার জন্য অথবা উমরাহ করার জন্য অথবা এই দুই কাজ করার নিয়তে অতিক্রম করবেন এবং তিনি আমার কবরে আসবেন এবং আমাকে সালাম করবেন আমি তাঁর সালামের জবাব দিবেন । হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ হে আমার সন্তান ! যদি তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয় তাহলে তাঁকে বলবেন ঃ আবু হুরাইরাহ আপনাকে সালাম বলেছেন । (মুসতাদরাক হাকিম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮৯-৪৯০/ মুসনাদে আবী ইয়ালা, পৃষ্ঠা-১১৪৯, হাদীস নং ৬৫৭৭/ মাজমাওয়াউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৮৭/ আল খাসায়েসুল কুবরা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯০)

এই হাদীস দ্বারা হুযুর (সাঃ) এর কবরে জীবিত হওয়া, সালাতো সালাম শ্রবণ করা এবং তাঁর সেই সালামের জবাব দেওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় । এগুলোকে অস্বীকার করা অর্থ হাদীসকে অস্বীকার করা ।

এই হাদীসটা সহীহ

এই হাদীসটাকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ নিজেদের কিতাবে নকল করেছেন এবং সহীহ বলেছেন । যেমন,

১) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, هذا حديث صحيح الإسناد এই হাদীসের সনদ সহীহ । (মুসতাদরাক হাকিম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮৯-৪৯০)

২) আল্লামা যাহাবী (রহঃ) 'তালখীস আলাল মুসতাদরাক' এর খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮৯-৪৯০ এর মধ্যে এই হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন ।

৩) আল্লামা হায়সামী (রহঃ) বলেছেন, رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح এই হাদীসটাকে ইমাম আবু ইয়ালা নকল করেছেন এবং এই হাদীসের রাবী সহীহ বুখারীর রাবী । (মাজমাওয়াউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৮৭)

৪) আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) 'আল জামেউস সাগীর' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় ৭৭৪২ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।

৮ নং হাদীস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَيْتُ وَفِيْ رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلٰى مُوسٰى
لَيْلَةً اُسْرِىَ بِيْ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهٖ

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমার আগমন হযরত মুসা (আঃ) এর সবুজ টিলার পাশ দিয়ে হয়েছিল তখন দেখলাম যে তিনি নিজের কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন । (সহীহ মুসলিম, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২৬৮/ মুসনাদে আহমদ, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮৮, হাদীস নং ১২১৪৯/ সুনানে নাসাই, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪২/ মুসনাদে আবী ইয়ালা, পৃষ্ঠা-৬৪৩/ হাদীস নং ৩৩২৫/ মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৪/ সহীহ ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা-১২৫, হাদীস নং ৪৯-৫০)

এই হাদীসটা সহীহ

১) ইমাম বাইহাকী বলেছেন,

فی قصة المعراج أنه لقيهم فی جماعة من الأنبياء فی السموات وكلمهم وكلموه وكل ذلك صحيح
لا يخالف بعضه فقد يرى موسى عليه السلام قائما يصلى فی قبره ثم يسرى بموسى وغيره إلى
بيت المقدس كما أسرى بنبينا فيراهم فيه ثم يعرج بهم إلى السموات كما عرج بنبينا
فيراهم فيها كما أخبره وصلواتهم فی أوقات بمواضع مختلفات جائز فی العقل كما ورد به خبر الصا
دق وفی كل ذلك دلالة على حياتهم

মিরাজের ঘটনার সময় হুযুর (সাঃ) আম্বিয়া (আঃ) দের একটি দলের সঙ্গে আকাশে সাক্ষাত করেন । তাঁদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন এবং আম্বিয়ারাও তাঁর সঙ্গে কথা বলেন । এই কথাগুলি সহীহ । এতে কোনো স্ববিরোধীতা নেই । একটা সময়ে হুযুর (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) কে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেন তারপর মুসা (আঃ) কে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করালো হয় যেরকম হুযুর (সাঃ) কে সফর করানো হয় তখন হুযুর (সাঃ) সেখানেও হযরত মুসা (আঃ) কে দেখতে পান । তারপর সমস্ত পয়গাম্বরদেরকে আসমানে মিরাজ করানো হয় যেরকম হুযুর (সাঃ) কে মিরাজ করানো হয় । হুযুর (সাঃ) সেখানেও আম্বিয়াদেরকে দেখতে পান । আম্বিয়াদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নামায পড়ার ব্যাপারে যুক্তিগতভাবে কোন অভিযোগের অবকাশ নেই এবং অবশ্যই এটা সত্য । এই সমস্ত ঘটনা থেকে আম্বিয়াদের জীবিত থাকা প্রমাণিত হয় । (হায়াতুল আম্বিয়া লিল ইমাম বাইহাকী, পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫)

২) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,

وشاهد الحديث الأول ما ثبت فی صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه

প্রথম হাদীস الانبياء احياء فی قبورهم الحديث অর্থাৎ ‘আম্বিয়ারা কবরে জীবিত আছেন’ এর সমর্থনে সেই হাদীস রয়েছে যা মুসলিম শরীফে হাম্মাদ বিন সালমা, আনাস (রাঃ) থেকে মরফু ভাবে এসেছে । (ফতহুল বারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯৫)

৩) আল্লামা সাখাবী (রহঃ) বলেছেন,

وشاهد الحديث الأول ما ثبت في صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن أنس رفعه مررت بموسى ليلة اسرى بي الخ

প্রথম হাদীস الانبياء احياء في قبورهم الحديث এর সমর্থনে হাম্মাদ বিন সালমার সেই হাদীস রয়েছে যা সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মরফুভাবে বর্ণিত আছে যে 'আমার আগমন মিরাজের রাতে হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে হয়েছিল' । (আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা- ১৭২)

৪) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেছেন, এই হাদীস যা সহীহ মুসলিমে হাম্মাদ বিন সালমা, সাবিত আল বানানী, আনাস (রাঃ) থেকে মরফুভাবে বর্ণিত সেটা এই হাদীস الانبياء احياء في قبورهم الحديث এর সমর্থিত হাদীস । (ফতহুল মুলহীম, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩২৯)

সুতরাং এই দুই হাদীস থেকে আম্বিয়াদের নিজেদের কবরে জীবিত থাকা ও নামায পড়া প্রমাণিত হয় ।

৯ নং হাদীস

হযরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী পাক (সাঃ) এর ইন্তেকালের খবর শুনে আম্মাজান আয়েসা (রাঃ) এর হুজরাতে উপস্থিত হয়ে হুযুরের চেহরার উপর হতে চাদর সরিয়ে তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে চুমা দিয়ে আবেদন করলেন - হে আল্লাহর নবী আমার মা বাপ আপনার উপর কুরবান, নিঃসন্দেহে আপনার উপর দুইবার মৃত্যু একত্রিত হবে না । (বুখারী শরীফ, কিতাবুল জানায়েজ, পৃষ্ঠা- ১৬৬)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) 'উমদাতুল কারী' এর ১৬ খন্ডের ১৮৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে দুইবার মৃত্যু একবার দুনিয়াতে মৃত্যু আর একবার কবরে মৃত্যুকে বোঝায় । দুইবার মৃত্যু বিখ্যাত ও প্রমাণিত । এই দুইবার মৃত্যু প্রত্যেকের জীবনে হবে একমাত্র নবীগণ ছাড়া । কেননা কবরে নবীগণের মৃত্যু আসবে না তাঁরা সব সময়ই জীবিত আছেন ।

তাছাড়া নবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছিলেন, "যে বলবে তিনি মারা গেছেন আমি তার মাথা তরবারী দ্বারা ছেদন করে ফেলব ।"

অপরদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেন,

"أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْمَاتَ"

অর্থাৎ লোকেরা শুনে নাও যে ব্যাক্তি সাইয়েদেনা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইবাদত করত সেই মুহাম্মাদ (সাঃ) মারা গেছেন । (বুখারী শরীফ)

এখানে আপাতদৃষ্টিতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর মধ্যে পরস্পরবিরোধী আকিদা বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয় । এখানে আবু বকর (রাঃ) হুযুর (সাঃ) এর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন যে তিনি মারা গেছেন আর হযরত ওমর (রাঃ) হুযুর (সাঃ) এর কলবের দিকে তাকিয়ে বলেছেন যে তিনি বেঁচে আছেন । দুজনেই সত্য কথা বলেছেন ।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের আসার থেকে আকিদা হায়াতুন নবীর প্রমাণ

১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

সাইয়েদেনা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর ইন্তেকালের আগে সাহাবাগণকে অসিয়ত করেছিলেন সেই অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবাগণ তাঁকে গোসল দিয়ে ও কাফন পরিয়ে হুযুর (সাঃ) এর রওজা পাকের সম্মুখে উপস্থিত করে নিবেদন করেন, ‘‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ হাজা আবু বাকারিন বিল আবি’’ অর্থাৎ ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার সফরের সাথী, আপনার উহুদ ও বদরের সাথী, মক্কা ও মদীনার সাথী, সুখ ও দুঃখের সাথী, সুর গর্তের সাথী এখন আপনার মাজারের সাথী হতে চান । তিনি আপনার রওজা পাকের সামনে উপস্থিত যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আপনার কদমে তাঁকে দাফন করব ।

এর পর সাহাবাগণ দেখলেন যে রওজা পাকের দরজা নিজে নিজেই খুলে গেল এবং রওজা শরীফ হতে আওয়াজ এলো, ‘‘আদখিলুল হাবীবা ইলাল হাবীব’’ অর্থাৎ হাবীবকে হাবীবের নিকট পৌঁছে দাও । (তফসীরে কাবীর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৫)

২) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(صحیح البخاری: ج 1 ص 67 باب رفع الصوت فی المساجد)

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে আমি মসজিদে দাঁড়িয়ে ছিলাম । কোন একজন ব্যাক্তি আমাকে কাঁকর ছুঁড়ে মারল । আমি দেখলাম সেই ব্যাক্তি হযরত ওমর (রাঃ) । হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যাও এবং ঐ দুজন ব্যাক্তিকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো । আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম । হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন লোকেদের মধ্যে থেকে এসেছো (অর্থাৎ কোন গোত্রদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রয়েছে ?) তারা বলল, আমরা তায়েফবাসী । তাদেরকে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম । কেননা তোমরা নবীর মসজিদে নিজেদের আওয়াজ উঁচু করছ । (সহীহ বুখারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৭, বাব রাফাউস সাউফ ফিল মসজিদ)

নবীর মসজিদের পাশে জোরে আওয়াজ করা এইজন্য সুন্নতের খেলাফ ছিল যে সেখানে নবী (সাঃ) রওজা মুবারক আছে । যেরকম নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে জোরে কথা বলা হারাম ছিল ঠিক সেই রকম তাঁর ইন্তেকালের পরেও রওজা শরীফের পাশে জোরে আওয়াজ করা নিষিদ্ধ । কেননা নবী (সাঃ) সশরীরে তাঁর কবরে জীবিত আছেন । মহানবী (সাঃ) তাঁর কবরে জীবিত আছেন এটা যদি হযরত ওমর (রাঃ) বিশ্বাস না করতেন তাহলে তিনি সেই দুজন ব্যাক্তিকে নবী (সাঃ) এর কবরের পাশে জোরে আওয়াজ করাকে নিষেধ করতেন না । বোঝা গেল হযরত ওমর (রাঃ) আম্বিয়াদেরকে তাঁদের কবরে জীবিত মনে করেন ।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে আর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন যে যখন হযরত ওমর (রাঃ) কোন কাজ সম্পন্ন করে মদীনায় ফিরতেন তাহলে সর্বপ্রথম যে কাজ তিনি করতেন তা হল নবী (সাঃ) এর শানে সালাম পাঠ করতেন এবং এটা তিনি অন্যদেরকেও তালকীন করতেন । শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এইভাবে সেই শব্দটি বর্ণনা করেছেন ঃ যে কাজ হযরত ওমর (রাঃ) শুরু করতেন তা হল নবী (সাঃ) এর উপর সালাম পাঠ করা । (জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা-২০০)

আল্লামা সামহুদী (রহঃ) এই ঘটনাটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন,

ولما قدم عمر المدينة كان اول ما بدء بالمسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(وفاء الوفاء ج4 ص 1358 الفصل الثانی فی بقیۃ ادلۃ الزیارۃ)

হযরত ওমর (রাঃ) যখন মদীনায় আগমন করতেন তখন তিনি হুযুর (সাঃ) এর উপর সালাম পাঠ করতেন । (ওফাউল ওফা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩৫৮)

৩) হযরত আয়েশা (রাঃ)

كُنتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي فَأَضَعُ ثَوْبِي فَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ۔

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন আমার ঘরে যেখানে রসুল (সাঃ) ও আমার আব্বাজান (হযরত আবু বকর সিদ্দিক) এর কবর ছিল সেখানে আমার মাথায় ওড়না না তাকলেও চলে যেতাম । কেননা আমি মনে করতাম সেখানে আমার স্বামী ও আমার আব্বাজানই তো আছেন । কিন্তু যখন হযরত ওমর (রাঃ) কেও সেখানে দাফন করা হয়

হযরত ওমর (রাঃ) থাকার জন্য লজ্জার কারণে যখনই সেই কামরাই যেতাম তখন নিজের ওড়না ভালো করে জড়িয়ে নিতাম । (মুসনাদে আহমদ, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৪, হাদীস নং ২৫৫৩৬/ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৫৪, বাব জিয়ারাতিল কুবুর/ মুসতাদরাক হাকীম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬০৯, কিতাবুল মাগাযী ওয়াল সিয়ারা, হাদীস নং ৪৪৫৮/ সিফাউস সিকাম লিস সুবকী, পৃষ্ঠা-৪৩০)

৪) হযরত সায়েব বিন মুসায়্যিব (রাঃ)

৬৩ হিজরীতে যখন শাম দেশের সেনারা মদীনা আক্রমন করে তখন তাদের সেনাদের ভয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ে মসজিদে নববীতে কোনো মুসলমান নামাজের জন্য আসতো না । শুধুমাত্র বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সায়ীদ বিনুল মুসায়্যিব (রাঃ) মসজিদে রইলেন তিনি বললেন ঃ

فرماتے ہیں:فکنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل القبر حتى أمن الناس۔

(طبقات ابن سعد:ج5ص100 تحت ترجمة سعيد بن المسيب)

অর্থাৎ যখন নামাজের সময় হতো তখন (নবীজীর কবর থেকে) আযানের আওয়াজ শুনতে পেতাম তখন লোকেরা (এই হামলার ভয় থেকে) নিশ্চিত হলেন । (তাবকাতে ইবনে সাআদ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ১০০)

৫) হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ)

كان عمرُ بن عبد العزيز يُرسِل البريد من الشام الى المدينة ليُسلِّمَ له على النبي صلى الله عليه وسلم

(شفاء السقام للسبکی:ص166)

অর্থাৎ হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ) একজন পত্রবাহককে (পিয়নক) মদীনা মুনাওয়ারা পাঠাতেন যাতে তিনি নবী (সাঃ) কে তাঁর তরফ থেকে সালাম পাঠায় । (সিফাউস সিকাম, পৃষ্ঠা- ১৬৬)

৬) হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ)

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ সুন্নত হল যে তোমরা হুযুর (সাঃ) এর কবরে কিবলার দিকে যাবে এবং কিবলার দিকে পিঠ করবে এবং কবরের দিকে মুখ করবে তারপর বলবে ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান নবী ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু । (মুসনাদে ইমামে আযম, পৃষ্ঠা- ১২৬)

বিদগ্ধ মনীষীদের দৃষ্টিতে আকিদা হায়াতুন নবী

১) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) বলেছেন,

قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ} فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَسْمَعُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ مِنَ الْقَرِيبِ وَأَنَّهُ يَبْلُغُهُ ذٰلِكَ مِنَ الْبَعِيدِ (مجموع الفتاوى: ج26 ص70 كتاب الحج، فصل؛ واذا دخل المدينة)

অর্থাৎ আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, ‘‘নিশ্চয় আল্লাহ আম্বিয়াদের শরীরকে মাটিতে খাওয়ার জন্য হারাম করে দিয়েছেন ।’’ নবী (সাঃ) এও সংবাদ দিয়েছে যে কাছে থেকে সালাতো সালাম পাঠ করলে তিনি শুনতে পান এবং দুর থেকে পাঠ করলে সালাম তাঁর কাছে পাঠানো হয় । (মজমুয়া ফাতাওয়া, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৭০, কিতাবুল হজ)

২) আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম হাম্বলী (রহঃ) বলেছেন,

قد صح عن النبي أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء--إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين . فإنهم أحياء موجو دون ولا تراهم (كتاب الروح: ص42 المسئلة الرابعة)

অর্থাৎ নবী (সাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে আম্বিয়াদের শরীরকে মাটি খেতে পারে না । এই দলীল থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে আম্বিয়াদের মৃত্যুর অর্থ এটাই হল যে তাঁদেরকে আমাদের থেকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে আমরা যা চিন্তা করতে পারি না । তাছাড়া তাঁরা মওজুদ এবং জীবিত আছেন এবং আপনারা তাঁকে দেখতে পারেন না । (কিতাবুর রুহ, পৃষ্ঠা-৪২)

৩) আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকী (রহঃ) বলেছেন,

عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحس ويعلم وتعرض عليه أعمال الأمة ويبلغ الصلاة والسلام . (طبقات الشافعية الكبرى: ج3 ص412. طبع دار الهجر للطباعة 1413ھ)

অর্থাৎ আমাদের শাফেয়ীদের নিকটে রসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবিত আছেন । তাঁর মধ্যে অনুভুতি এবং চেতনা আছে । উম্মতের আমলও তাঁর নিকট পেশ করা হয় এবং সালাতো সালামও পেশ করা হয় । (তাবকাতুস শাফিয়াতুল কুবরা, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১২)

৪) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,

ان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا والأنبياء احياء في قبورهم .

(فتح الباري: ج7 ص38 باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا الخ)

অর্থাৎ কবরে নবী (সাঃ) এর জীবন এমনই যে যাঁর উপর কখনো মৃত্যু আসবে না বরং তিনি সর্বদা জীবিত থাকবেন কেননা আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (ফতহুল বারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৮)

৫) আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) বলেছেন,

فإنهم لا يموتون في قبورهم بل هم أحياء (عمدة القاري: ج 11 ص 402 كتاب فضائل الصحابه، باب بلا ترجمه)

অর্থাৎ আম্বিয়া কেরামগণ নিজেদের কবরে মৃত নেই বরং তাঁরা জীবিত আছেন। (উমদাতুল কারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪০২)

তিনি অন্যত্র বলেছেন, من انكر الحياة فى القبر وهم المعتزلة অর্থাৎ যারা হুযুর (সাঃ) এর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করবে তারা মুতাযিলা। (উমদাতুল কারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪০৩)

৬) আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ) বলেছেন,

ثم يسأل النبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله فى أن أموت مسلما على ملتك وسنتك---- ثم ينصرف متباكيا متحسرا على فراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها.

(فتح القدير: ج 3 ص 169 و ص 184 كتاب الحج، المقصد الثالث فى زيارة قبر النبى)

অর্থাৎ তারপর নবী (সাঃ) কে শাফাআতের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে এবং বলবে ঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমি নবী (সাঃ) এর শাফাআতের ব্যাপারে প্রশ্ন করছি। ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমি নবী (সাঃ) এর শাফাআতের ব্যাপারে প্রশ্ন করছি এবং নবী (সাঃ) আল্লাহর কাছে ওসীলা স্বরুপ পেশ করছি যে আমি মুসলমান অবস্থায় যাতে মারা যায় এবং তাঁর সুন্নতের অনুসারী হয়ে যাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিই এবং বিরহের ব্যাথা নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেবে। (ফতহুল কাদীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৯ এবং ১৮৪)

৭) আল্লামা সাখাবী (রহঃ) বলেছেন,

و نحن نؤمن و نصدق بانه صلى الله عليه وسلم حى يرزق فى قبره و ان جسده الشريف لا تاكله الارض والاجماع على هذا. (القول البديع: ص 172 تحت العنوان: رسول الله حى على الدوام)

অর্থাৎ আমরা ইমান রাখি ও স্বীকার করি যে হুযুর (রাঃ) নিজের কবর মুবারকে জীবিত আছেন। হুযুর (সাঃ) কে সেখানে রিজিকও দেওয়া হয়। তাঁর শরীরকে মাটি খেতে পারে না এবং এই আকিদার উপর (হকপন্থীদের মধ্যে) ইজমা হয়ে গেছে। (আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠ-১৭২)

৮) আল্লামা সমহুদী (রহঃ) বলেছেন,

وقصة سعيد بن المسيب فى سماعة الاذان والاقامة من القبر الشريف ايام الحرّة مشهورة.

(وفاء الوفاء ج 4 ص 1356 الفصل الثانى فى بقية ادلة الزيارة)

অর্থাৎ আইয়ামে হাররারে মধ্যে নবী (সাঃ) এর কবর থেকে সায়ীদ বিনুল মুসায়্যিব (রহঃ) এর আযান ও ইকামত শোনার ঘটনা বহুল ভাবে প্রচারিত। (ওফাউল ওফা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠ- ১৩৫)

৯) আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) বলেছেন,

حياة النبی صلی الله عليه وسلم فی قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة فی ذلك وتواترت الأخبار (الحاوی للفتاوی للسيوطی: ص554)

অর্থাৎ নবী (সাঃ) নিজের কবরে এবং ঠিক সেই রকম অন্য আম্বিয়াদের হায়াত আমাদের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত কেননা এর জন্য আমাদের কাছে অনেক প্রমাণ আছে এবং বহুল সূত্রের হাদীসও আছে। (আল হাওয়াল নাকাওয়া লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা-৫৫৪)

১০) আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) বলেছেন,

وقد صحت الاحاديث انه صلی الله عليه و سلم حی فی قبره يصلی باذان و اقامة۔ (منح المنة ص92)

অর্থাৎ (এই শব্দে) সহীহ হাদীস আছে যে নবী (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন এবং আযান ও ইকামতের সঙ্গে নামায পড়েন। (মিনহুল মানতা, পৃষ্ঠা-৯২)

১১) মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন,

المعتقد المعتمد انه صلی الله عليه و سلم حی فی قبره كسائر الانبياء فی قبورهم۔

(شرح الشفاء: ج2 ص142 فصل: فی تخصيصه بتبليغ صلاة من صلی عليه)

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য আকিদা এটাই যে নবী (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন ঠিক সেই রকম অন্য আম্বিয়ারাও নিজেদের কবরে জীবিত আছেন। (শরহুস সিফা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪২)

১২) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেছেন,

اید حیات انبیاء متفق علیہ است ہیچ کس رادروئے خلاف نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی۔

(اشعۃ اللمعات: ج1 ص574)

অর্থাৎ এই কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে আম্বিয়াদের জীবিত থাকার ব্যাপারটি একটি ইজমায়ী আকিদা এবং (হকপন্থীদের মধ্যে) কারো এর মধ্যে মতভেদ নেই এবং এই জীবন দুনিয়ার শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই জীবন রুহানী নয়। (আসআতুল লামআত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৭৪)

১৩) আল্লামা সাহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মাদ আল খাফাজী (রহঃ) বলেছেন,

لانه صلی الله علیه وسلم حی فی قبره يسمع دعاء زائره۔ (نسيم الرياض فی شرح شفاء القاضی عياض: ج3 ص398)

অর্থাৎ এইজন্য নবী (সাঃ) নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং নিজের জিয়ারতকারীদের দুয়া (অর্থাৎ সালাতো সালাম) শুনতে পান । (নসীমুর রিয়ায ফি শারাহ সিফাউল কাযী আইয়াজ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৯৮)

১৪) আল্লামা তাহতাবী (রহঃ) বলেছেন,

ينبغي لمن قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ان يكثر الصلاة عليه فانه يسمعها و تبلغ اليه۔

(حاشية الطحطاوى: ص746 فصل فى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم)

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি নবী (সাঃ) এর জিয়ারতের আকাঙ্খা রাখে তার উচিৎ যে নবী (সাঃ) এর উপর বেশী বেশী করে দরুদ পড়া কেননা নবী (সাঃ) সেই সময় নিজে শোনেন এবং দুর থেকে যদি পড়া হয় তাহলে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে নবীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় । (হাশিয়া তহতাবী, পৃষ্ঠা-৭৪৬)

১৫) কাজী ইমাম শাওকানী বলেছেন,

أنه صلى الله عليه وسلم حي فى قبره وروحه لا تفارقه لما صح أن الأنبياء أحياء فى قبورهم۔

(تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ص42)

অর্থাৎ নবী (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁর রুহ মুবারক তাঁর শরীর থেকে পৃথক হয় না কেননা সহীহ হাদীসে এসেছে যে আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (তুহফাতুয যাকারীন বা’দাতুল হাসানুল হাসীন, পৃষ্ঠা-৪২)

১৬) আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) বলেছেন,

لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ۔ (رد المحتار: ج6 ص240)

অর্থাৎ কেননা আম্বিয়া (আঃ) গণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (দুররে মুখতার, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪০)

১৭) আল্লামা আবিদ সিন্ধী (রহঃ) বলেছেন,

اما هم (الانبياء عليهم السلام) فحياتهم لا شك فيها ولا خلاف لاحد من العلماء فى ذلك فهو صلى الله عليه وسلم حى على الدوام۔ (رسالہ مدینہ: ص41)

অর্থাৎ রইল আম্বিয়াদের জীবিত হওয়ার কথা, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই এবং উলামাদের মধ্যে কারো একজনেরও এই ব্যাপারে মতভেদ নেই নবী (সাঃ) নিশ্চিতভাবে নিজের কবরে জীবিত আছেন । (রিসালা মদীনা, পৃষ্ঠা-৪১)

১৮) নবাব কুতুবুদ্দীন (রহঃ) বলেছেন,

چنانچہ یہ مسئلہ بالکل واضح اور صاف ہے اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں بالکل دنیا کی طرح حقیقی جسمانی حیات حاصل ہے نہ کہ انہیں حیات معنوی روحانی حاصل ہے۔ (مظاہر حق جدید:ج2ص865فضائل جمعہ)

অর্থাৎ যাইহোক এই মাসআলা প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট এবং এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁদের দুনিয়ার মতো হকীকি সশরীরে জীবিত আছেন তাঁদের এই জীবন রুহানী নয়। (মাজাহিরে হক জদীদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৬৫)

১৯) আল্লামা দাউদ বিন সুলাইমান আল বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন,

والحاصل ان حياة الانبياء عليهم السلام ثابتة بالاجماع ۔ (المنحۃالوہبیۃ:ص7)

অর্থাৎ আসল কথা হল আম্বিয়াদের হায়াত (কবরের জীবন) ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। (আল মুখতাল ওহাবীয়া, পৃষ্ঠা-৭)

২০) আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহঃ) বলেছেন,

ان حياته صلى الله عليه و سلم لا يتعقبها موت بل يستمر حيا و الانبياء احياء فى قبورهم ۔

(حاشیہ صحیح البخاری:ج1ص517باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا)

অর্থাৎ হুযুর (সাঃ) এর হায়াত এমনই যে তার উপর আর মৃত্যু আসবে না, হুযুর (সাঃ) উত্তম হায়াত অর্জন করেছেন এবং অন্যান্য আম্বিয়ারাও নিজেদের কবরে জীবিত আছেন। (হাশিয়া বুখারী, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৫১৭)

আহলে সুন্নাত দেওবন্দের নিকট আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ)

১) উলামায়ে দেওবন্দের আকিদার বিখ্যাত কিতাব 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' এর মধ্যে লেখা আছে,

لسوال الخامس: ما قولكم فى حياة النبى صلى الله عليه و سلم فى قبره الشريف هل ذلك امر خصوص به ام مثل سائر المسلمين رحمة الله عليهم حيوٰة برزخية
جواب: عندنا وعند مشائخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حى فى قبره الشريف و حيوٰ ه صلى الله عليه و سلم دنيوية من غير تكليف و هى مختصة به و بجميع الانبياء صلوات الله عليهم و الشهداء لا برزخية كما هى حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه علامة السيوطى فى رسالته انباء الاذكياء بحيوٰة الانبياء حيث قال قال الشيخ تقى الدين السبكى: حيوٰة الانبياء و الشهداء فى القبر كحيوٰتهم فى الدنيا و يشهد له صلوٰة موسىٰ عليه السلام فى قبر ه فان الصلوٰة تستدعى جسداً حيا الى آخر ما قال فثبت بهذا ان حيوٰته دنيوية برز خية لكونها فى عالم البرزخ و لشيخنا شمس الاسلام و الدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز فى هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة الماخذ بديعة المسلك لم ير مثلها قد طبعت و شاعت فى الناس و اسمها (آب حيات) اى ماء الحيوٰة ۔ (المہند علی المفند:ص30ص31طبع المیزان)

অর্থাৎ প্রশ্ন ঃ 'রাসুলে কারীম (সাঃ) তাঁর রওজা পাকে জীবিত' এ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি ? তা কি অন্যান্য মুমিনগনের মতো বরযখী আন ভিন্নতর কিছু ?

উত্তর ঃ আমাদের নিকট ও আমাদের আকাবিরদের (পুর্বসূরীদের) রাসুলে কারীম (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন । এতে কোন প্রকার সংশয় নেই । আর তা তাঁর ও সমস্ত আম্বিয়া কেরামের জন্য এবং শুহাদায়ে জন্য নির্দিষ্ট । তাঁরা অন্যান্য মুমিন মুসলমানের মতো বরযখী জীবনযাপন করছেন না । যেমন আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'ইম্বাহুল আযকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী (রহঃ) ও বলেছেন, আম্বিয়া ও শুহাদারা তাদের কবরে পার্থিব জীবনের মতো জীবিত আছেন । দলীল হিসাবে হযরত মুসা (আঃ) এর কবরে নামাযের বিষয় উপস্থাপন করেছেন । নামাযতো সশরীর জীবিতাবস্থাতেই পড়া হয়ে থাকে ।

এতে প্রমাণিত হয় যে তাদের এ জীবন বরযখী হলেও পার্থিবতার সাথে কোন পার্থক্য নেই । এ বিষয়ে আমাদের শায়খ মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) অভিনব কায়দায় গভীর তথ্যানুসন্ধানে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন যা 'আবে হায়াত' নামে প্রকাশিত হয়েছে । (আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, পৃষ্ঠা-৩০-৩১, পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর)

২) শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহঃ) 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' কিতাবের সমর্থনে বলেছেন,

الذی کتب فی ھذہ الرسالة حق صحیح وثابت فی الکتب بنص صریح وھومعتقدی ومعتقدمشائخی
رضوان اللہ تعالیٰ علیھم اجمعین واحیانااللہ بھاواماتناعلیھا۔ (المھند علی المفند:ص78)

অর্থাৎ যা কিছু এই রিসালার (আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ) এর মধ্যে আছে তা হক এবং সহীহ যা কিতাবের মধ্যে স্পষ্টভাবে মওজুদ আছে । এটাই আমার আকিদা এবং এটাই আমাদের মাশায়েখদের আকিদা ছিল । আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আকিদার সাথে জীবিত রাখুন এবং এই আকিদার উপরই যেন মৃত্যু দান করেন । (আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, পৃষ্ঠা-৭৪)

৩) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেমুল উলুম ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) বলেছেন,

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام بالیقین قبر میں زندہ ہیں، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مِلک زائل ہونے ہی نہیں پائی جو وارثوں کی مِلک اس کے قائم مقام ہو۔ بلکہ جیسے ہم تم کہیں چلے جائیں یا چندے کسی گوشہ میں بیٹھ رہیں اور ہمارے لواحق وغیرہ ہماری اشیاء کو برتیں اور اس سے ہماری مِلک زائل نہیں ہوتی اور برتنے والے یا وارث مالک نہیں بن جاتے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشہ قبر میں پنہاں ہو گئے اور آپ بدستور اپنے اشیاء اموال کے مالک ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہو گیا اور حدیث "لانورث ماترکنا صدقة" جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس حدیث کی لِم بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک بقید حیات ہیں، پر شیعہ نہ سمجھیں تو کیا کیجئے؟

(ہدیۃ الشیعہ: ص359)

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়াগণ অবশ্যাই নিজেদের কবরে জীবিত আছেন। সুতরাং এই অবস্থায় হুযুর (সাঃ) এর দুনিয়ার আধিপত্যের মালিকানা নষ্ট হয়ই নি। যা উত্তরাধীদের মালিকানার সমকক্ষ হয়। উদাহরণস্বরু যেরকম আমরা কোথাও যাই অথবা কোন স্থানের কিছু দিনের জন্য চলে যাই এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিরা আমাদের আসবাবপত্র ব্যাবহার করে এবং এর দ্বারা আমাদের এই আলিকানা শেষ হয় না এবং যারা এই আসবাবপত্র ব্যাবহার করে তারা ও উত্তরাধীরা এইসবের মালিকও হয় না। ঠিক সেই রকম রসুলুল্লাহ (সাঃ) কবরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন এবং অনুরুপ তিনি তাঁর সমম্পত্তির মালিক আছেন অন্য কেউ মালিক হয় নি। এবং হাদীস "لانورث ماترکنا صدقة" (অর্থাৎ রাসুল (সাঃ) যা ছেড়ে গেছেন তার কেউ মালিক হয় না) যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস দ্বারা এই বোঝা যায় যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এখনো পর্যন্ত অবশ্যাই জীবিত আছেন। শিয়ারা যদি এটা বুঝতে না পারে তাহলে আমাদের কি করার আছে? (হাদিয়াতুশ শিয়া, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

তিনি তাঁর 'আবে হায়াত' নামক কিতাবে লিখেছেন,

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور چلّہ کشوں کے عزلت گزیں ہیں، جیسے ان کا مال قابل اجرائے حکم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بھی محل توریث نہیں۔

(آبِ حیات: ص7)

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এখনো পর্যন্ত কবরের মধ্যে জীবিত আছেন এবং যেরকম সংসার ত্যাগী এবং চিল্লা দেওয়ার জন্য নির্জন স্থান অবলম্বনকারী (ব্যাক্তিরা দুনিয়া ত্যাগ করলেও বেঁচে থাকে ঠিক সেই রকম রসুলুল্লাহ দুনিয়া ত্যাগ করেছেন তবুও বেঁচে আছেন)। যেরকম তাঁর সম্পত্তির উপর মিরাশের (বন্টনের) হুকুম জারী হয় না। ঠিক সেই রকম হুযুর (সাঃ) এর সম্পত্তিও বন্টনের উপযুক্ত নয়। (আবে হায়াত, পৃষ্ঠা-৭)

তিনি তাঁর ‘আবে হায়াত’ কিতাবের মধ্যে আরও লিখেছেন,

রসুলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত ফায়েজ বরকত লাভের ওসীলা এবং সৃষ্টির স্থায়ীত্বের একমাত্র মাধ্যম । অর্থাৎ মূল যেমন গাছের ডালপালা, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল, জীবিত থাকার মাধ্যম ঐ রকম তিনি সমগ্র সৃষ্টির আসল । এটা কি সম্ভব যে মূল শুকিয়ে যাবে, মরে যাবে আর গাছ জীবিত থাকবে ? যদি এটা সম্ভব না হয় তবে কেমন করে সম্ভব হবে যে পবিত্র সত্বা যিনি সমগ্র সৃষ্টির রহমত, মূল, তিনি মারা যাবেন আর জগৎ জীবিত থাকবে ? সুতরাং নবী পাক (সাঃ) বিশ্ব রহমত সর্বদা সবসময় জীবিত এবং জগৎ জীবিত থাকার একমাত্র মাধ্যম । (আবে হায়াত, পৃষ্ঠা-১৭৬)

তিনি আরও বলেছেন,

نبیاء کرام علیہم السلام کو انہیں اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں۔ (لطائف قاسمیہ: ص3)

অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) দেরকে দুনিয়ার শরীরের সাথে জীবিত মনে করি । (লাতায়েফে কাসিমিয়া, পৃষ্ঠা-৩)

তিনি তাঁর ‘জামালে কাসমী’ নামক কিতাবে লিখেছেন,

ارواح انبیاء علیہم السلام کو بدن کے ساتھ علاقہ بدستور رہتا ہے اور ان کا سماع بعد وفات بھی بدستور باقی ہے۔

(جمال قاسمی ص13)

অর্থাৎ আম্বিয়া (আঃ) দের শরীরের সাথে রুহের সম্পর্ক বাকি থাকে এবং তাঁদের মৃত্যুর পরেও শ্রবনশক্তি জারী থাকে । (জামালে কাসমী, পৃষ্ঠা-১৩)

৪) হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) বলেছেন,

ولان النبیین صلوات اللہ علیہم اجمعین لما کانوا احیاء فلا معنی لتواریث الاحیاء منہم۔

(الکوکب الدری شرح جامع الترمذی: ج1 ص423)

অর্থাৎ কেননা সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) নিজেদের কবরে জীবিত আছেন, সেজনা তাঁদের সম্পত্তির বন্টনের কোন প্রশ্নই ওঠে না । (আল কাওয়াকিবুদ দুর্‌রী শারাহ জামেউত তিরমিযী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৩)

তিনি আরও বলেছেন,

مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ (فتاوی رشیدیہ: ص134)

অর্থাৎ আম্বিয়াদের (কবরে) শোনার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই । (ফাতাওয়া রশীদিয়া, পৃষ্ঠা-১৩৪)

৫) শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) ‘আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ’ এর সমর্থনে বলেছেন,

وهو معتقدنا ومعتقد مشائخنا جميعاً لا ريب فيه۔ (المهند على المفند: ص74)

অর্থাৎ এটাই আমার এবং আমাদের সমস্ত মাশায়েখদের আকিদা এবং এতে কোন সন্দেহ নেই । (আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, পৃষ্ঠা-৭৪)

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

انهم اتفقوا على حياته صلى الله عليه وسلم بل حياة الانبياء عليهم السلام متفق عليها لا خلاف لاحد فيه (انوار محمود شرح سنن ابی داؤد: ج1 ص610)

অর্থাৎ মুহাদ্দিসরা এব্যাপারে একমত যে নবী (সাঃ) জীবিত আছেন বরং সমস্ত আম্বিয়াদের জীবিত থাকাটি একটি ইজমায়ী মাসআলা । এই ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিসের কোন মতভেদ নেই । (আনওয়ারে মহমুদ শারাহ সুনানে আবী দাউদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬১০)

তিনি আবু দাউদ শরীফের হাশিয়ায় লিখেছেন,

قوله (ان الله حرم على الارض): ای منعها وفيه مبالغة لطيفة اجساد الانبياء ای من ان تاكلها فالانبياء فی قبورهم احياء۔ (حاشیہ سنن ابی داؤد: ج1 ص157 تفریع ابواب الجمعۃ)

অর্থাৎ হুযুর (সাঃ) এর ফরমান ‘যে আমাকে সালাম করে তাহলে আমি স্বয়ং তার জবাব দিই’ এর অর্থ হল যেহেতু আমি জীবিত আছি সেজন্য সালামের জবাব দিতে সক্ষম । (হাশিয়া সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৭)

৬) মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ) বলেছেন,

ان نبی الله حی فی قبره كما ان الانبياء احياء فی قبورهم (بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد: ج2 ص117)

অর্থাৎ আল্লাহ নবী (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন যেরকম অন্যান্য আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (বদলুল মজহুদ শারাহ সুনানে আবী দাউদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৭)

৭) হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) লিখেছেন,

يريد بقوله (الانبياء احياء) مجموع الاشخاص لا الارواح فقط (تحیۃ الاسلام حاشیہ عقیدۃ الاسلام: ص119)

অর্থাৎ নবী (সাঃ) এর কথা ‘আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন’ এই কথার অর্থ হল আম্বিয়াগণ রুহ এবং শরীরের সাথে জীবিত আছেন এই কথার এই অর্থ নয় যে শুধু তাঁদের রুহ জীবিত আছে । (তাহিয়াতু সালাম হাশিয়া আকিদাতুস সালাম, পৃষ্ঠা-১১৯)

তিনি আরও লিখেছেন,

فی البيهقی عن انس رضی الله عنه وصححه ووافقه الحافظ فی المجلد السادس: ان الانبياء احياء فی قبورهم يصلون۔ (فیض الباری علی صحیح البخاری: ج2 ص64 باب)

অর্থাৎ সুনানে বাইহাকীতে হযরত আনাসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায পড়েন । এই বর্ণনাটিকে হাফিয ইবনে হাজার (রহঃ) ইমাম বাইহাকীর সমর্থন করে ‘ফতহুল বারী’র ৬ খন্ডে সহীহ বলেছেন । (ফায়যুল বারী আলা সহীহ বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪)

তিনি আরও বলেছেন,

من ههنا انحل حديث اخر رواه ابو داؤد فى رد روحه صلى الله عليه وسلم حين يسلم
عليه صلى الله عليه وسلم ليس معناه انه يرد روحه اى انه يحيى فى قبره بل توجهه
من ذلك الجانب الى هذا الجانب فهو صلى الله عليه وسلم حى فى كلتا الحالتين لمعنى
انه لم يطرأ عليه التعطل قط (فيض البارى على صحيح البخارى: ج2 ص65 باب رفع الصوت فى المساجد)

অর্থাৎ এর দ্বারা আবু দাউদ শরীফের হাদীসের সমাধান হয়ে গেল ‘যখন নবী (সাঃ) এর উপর সালাম পেশ করা হয় তখন তাঁর রুহ মুবারক তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়’ এই রুহের ফিরিয়ে দেওয়ার এই অর্থ নয় যে কবরে তাঁকে জীবিত করা হয় বরং এর অর্থ হল নবী (সাঃ)কে একদিক থেকে অন্য দিকে তাঁর মন ফিরিয়ে দেওয়া হয় । নবী (সাঃ) সেই দুই অবস্থাতেই জীবিত আছেন । তাঁর উপর তাতিল (ব্যাখ্যা) একবম বাতিল । (ফায়যুল বারী আলা সহীহ বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৫)

৮) হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) কুরআন শরীফের আয়াত وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ (ওয়ালা তাকুলু লিমান ইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں
(بیان القرآن: ج1 ص97 تحت سورۃ البقرۃ آیت154)

অর্থাৎ এবং এটা সেই হায়াত যাতে আম্বিয়াগণ শহীদদের চেয়েও অধিক ক্ষমতা রাখেন । (বায়ানুল কুরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৭, সুরা বাকারা, আয়াত নং ১৫৪)

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

وقد حرم الله جسده على الارض و احياه فى قبره كسائر الانبياء عليهم الصلوٰة السلام۔
(بوادر النوادر: ص451)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ) এর শরীরকে মাটির জন্য হারাম করেছেন এবং নবী (সাঃ) কবরে জীবিত রেখেছেন যেরকম সমস্ত আম্বিয়ারা জীবিত আছেন । (বুআদিরুন নাওয়াদির, পৃষ্ঠা-৪৫১)

তিনি আরও বলেছেন,

کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، قریب قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی اعتقاد ہے، حدیث بھی نص ہے: "ان نبی اللہ حی فی قبرہ یرزق" (اللہ کے نبی اپنی قبر میں بلاشبہ زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں۔) (اشرف الجواب: ص318، 319)

অর্থাৎ কেননা নবী (সাঃ) কবরে জীবিত আছেন, কমপক্ষে সমস্ত আহলে হক এর উপর একমত । সাহাবারাও এই আকিদা রাখেন । হাদীস শরীফেও আছে ---- (অর্থাৎ আল্লাহর নবী নিজের কবরে নিঃসন্দেহে জীবিত আছেন তাঁরা রিজিক পান) । (আশরাফুল জাওয়াব, পৃষ্ঠা-৩১৮-৩১৯)

তিনি আরও বলেছেন,

ہر حال یہ بات باتفاقِ امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبر میں زندہ رہتے ہیں۔ (اشرف الجواب: ص321)

অর্থাৎ যাইহোক উম্মতের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত যে আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন (আশরাফুল জাওয়াব, পৃষ্ঠা-৩২১)

তনি আরও বলেছেন,

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسد کو کھا سکے۔ پس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

(نشر الطیب: ص199 فصل اٹھائیسویں)

অর্থাৎ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আম্বিয়াদের শরীরকে মাটিতে খাওয়ার জন্য হারাম করেছেন । যাইহোক আল্লাহর পয়গাম্বর জীবিত আছেন এবং তাঁদেরকে রিজিক দেওয়া হয় । এই হাদীসটাকে ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন । (নসরুল তায়েব, পৃষ্ঠা- ১৯৯)

৯) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেছেন,

لانبیاء احیاء عند ربھم یرزقون۔ (فتح الملہم: ج1 ص330 باب الاسراء برسول اللہ وفرض الصلاۃ الخ)

অর্থাৎ আম্বিয়াগণ জীবিত আছেন এবং রবের নিকট তাঁরা রিজিক পান । (ফতহুল মুলহীম, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩৩০)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ باذان واقامۃ۔

(فتح الملہم: ج3 ص419 باب فضل الصلاۃ بمسجدی مکۃ والمدینۃ)

অর্থাৎ আম্বিয়াগণ জীবিত আছেন এবং রবের নিকট তাঁরা রিজিক পান । (ফতহুল মুলহীম, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩৩০)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ باذان واقامۃ۔

(فتح الملہم: ج3 ص419 باب فضل الصلاۃ بمسجدی مکۃ والمدینۃ)

অর্থাৎ নবী (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন এটা প্রমাণিত এবং নবী (সাঃ) নিজের কবরে আযান ও একামত সহ নামায পড়েন । (ফতহুল মুলহীম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৯)

১০) মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী (রহঃ) বলেছেন,

نبیاء کرام علیہم صلوٰات اللہ اجمعین اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ (کفایت المفتی ج1 ص80 دارالاشاعت)

অর্থাৎ আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । (কিফায়াতুল মুফতী, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৮০)

১১) শায়খুল আরবে ওয়াল আযম হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) বলেছেন,

مدینہ منورہ کی حاضری محض جناب سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کی غرض سے ہونی چاہئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مؤمنین وشہداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی ہے (مکتوبات شیخ الاسلام: حصہ اول: ص153)

অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির শুধুমাত্র নবী (সাঃ) এর জিয়ারত ওসীলার জন্য হওয়া উচিৎ । নবী (সাঃ) এর হায়াত শুধুমাত্র রুহানী নয় যা সাধারণ মুমিন এবং শহীদরা অর্জন করেছেন বরং তাঁদের হায়াত শারীরিক । (মাকতুবাত শায়খুল ইসলাম, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৫৩)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

وہ (منکرین حیات الانبیاء علیہم السلام) وفاتِ ظاہری کے بعد انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی وبقائے علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں اور یہ (اکابرین علماء دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور و شور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارہ میں تصنیف فرما کر شائع کر چکے ہیں۔ رسالہ "آب حیات" نہایت ہی مبسوط رسالہ خاص اسی مسئلہ کے لئے لکھا گیا ہے۔ نیز ہدیۃ الشیعہ' اجوبہ اربعین حصہ دوم اور دیگر رسائل مطبوعہ مصنفہ حضرت نانوتوی قدس اللہ سرہٗ العزیز اس مضمون سے بھرے ہوئے ہیں۔ (نقش حیات: ص160)

অর্থাৎ তাঁরা (মুনকিরিনে হায়াতুন আম্বিয়া) জাহিরী মৃত্যুর পর আম্বিয়াদের সশরীরে জীবিত থাকা এবং শরীরে রুহ ফিরে আসা অস্বীকার করে এবং আমাদের আকাবিররা

(উলামায়ে দেওবন্দ) শুধু হায়াতুন্নবী মান্য করি তা নয় বরং এর উপর জোরালো দলীলও পেশ করে প্রচুর রিসালা এর উপর প্রনয়ন করে প্রচার করেছি । রিসালা ‘আবে হায়াত’ শুধুমাত্র খাস করে এর উপরেই (হায়াতুন নবী) লেখা হয়েছে । তাঁর ‘হাদীয়াতুস শিয়া’, ‘আজুবায়ে আরাবাইন’ দ্বিতীয় খন্ড, এবং অন্যান্য রিসালার লেখক হযরত নানুতুবী (রহঃ) এর এই বিষয়ে লেখায় পরিপূর্ণ । (নকশে হায়াত, পৃষ্ঠা- ১৬০)

মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর জীবনি মাওলানা ফজলে ইলাহী দেওবন্দী (রহঃ) লিখেছেন । তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,

مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس حدیث کے دوران آپ کے ایک شاگرد کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشکال و شکوک تھے۔ (ایک دفعہ) دورانِ درس اس طالب علم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے نہ قبہ خضراء اور نہ روضۂ پاک کی جالیاں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے۔ اس طالب علم نے بولنا چاہا اور دوسرے ساتھیوں کو بتانا چاہا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا اشارے سے۔ سبحان اللہ! اس طالب علم کو مشاہدہ کرا کے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شکوک کو حل کرا دیا۔

(مناقب شیخ الاسلام: ص118، ص119)

অর্থাৎ মসজিদে নববীতে হাদীসের শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর এক ছাত্রের হায়াতুন নবীর ব্যাপারে সন্দীহান ছিল । একবার শিক্ষা দেওয়ার সময় সেই ছাত্রটি যখন দৃষ্টি উঠিয়ে দেখল যে সামনে নবীর রওজা পাকের জাল অদৃশ্য হয়ে গেছে বরং নবী (সাঃ) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত রয়েছেন । সেই ছাত্রটি এই ঘটনা অন্যান্য ছাত্রদেরকেও বলতে চাইল এবং দেখাতে চাইল তখন হযরত মাদানী (রহঃ) ইশারায় বলতে ও দেখাতে নিষেধ করলেন । সুবহান আল্লাহ ! এই ছাত্রটিকে দর্শন দিয়ে সমস্ত সন্দেহকে দুর করে দিলেন । (মানাকিবে শায়খুল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ১১৮- ১১৯)

১২) মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহঃ) বলেছেন,

انبیاء علیہم السلام کی حیات فی البرزخ کے بارے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو اکابر علماء دیوبند کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی جسد عنصری سے زندہ ہیں جو اس دنیا میں تھا۔ وہ حیات باعتبار ابدان دنیوی بھی ہے اور باعتبار عالمِ برزخ برزخی بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ابدان دنیوی کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہونا اہل السنت والجماعت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند نے اس پر مفصل اور مدلل ار شادات ثبت فرمائے ہیں۔

جہاں تک مجھے علم ہے یہ مسئلہ اکابر دیوبند میں کبھی مختلف فیہ نہیں رہا۔ میرے خیال میں ہر صاحبِ بصیرت اس عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر نہیں ہو سکتا۔

(احقر الانام احمد علی عفی عنہ. الہ مقام حیات: ص698 از علامہ خالد محمود)

অর্থাৎ আম্বিয়াদের বরযখে জীবিত থাকার ব্যাপারে আমার আকিদা সেটাই যা আকাবির (পূর্বসূরী) উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা যে আম্বিয়াগণ সশরীরে দুনিয়ার জীবনের মতো নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । তাঁদের হায়াত দুনিয়াবী এবং বরযখী । আম্বিয়াদের শরীর

দুনিয়ার মতো নিজেদের কবরে জীবিত থাকাটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমায়ী আকিদা । আমাদের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ এর উপর বিস্তারিত এবং নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা এটা প্রমাণ করেছেন ।

আমার যতদুর জানা আছে এই মাসআলায় আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে কখনো মতভেদ হয়নি । আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যাক্তি আকিদা হায়াতুন নবী অস্বীকারকারী হতে পারে না । (আহকারুল ইনাম আহমদ আলী আফাআনহু/ হাওয়ালা মাকামে হায়াত, পৃষ্ঠা- ৬৯৮)

১৩) মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (রহঃ) লিখেছেন,

تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادات میں مشغول ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلاشبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لئے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامہ مؤمنین بلکہ ارواحِ کفار کو بھی حاصل ہے۔ (سیرۃ المصطفیٰ: ج3 ص129)

অর্থাৎ সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমায়ী আকিদা হল আম্বিয়াগণ মৃত্যুর পরে নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায ও অন্যান্য ইবাদতে নিমগ্ন আছেন এবং যদিও আম্বিয়াদের জীবন আমরা অনুভব করতে পারি না কিন্তু নিঃসন্দেহে এই জীবন শারীরিক । রুহানী হায়াত তো সাধারণ মুনিন এবং কাফিরদেরও আছে । (সিরাতুল মুস্তাফা, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১২৯)

তিনি আরও লিখেছেন,

انبیاء کرام علیہم السلام بلاشبہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز و نیاز میں مشغول ہیں۔ (سیرۃ المصطفیٰ: ج3 ص135)

অর্থাৎ আম্বয়াগণ নিঃসন্দেহে নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায-নিয়াজে মশগুল আছেন । (সিরাতুল মুস্তাফা, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৩৫)

১৪) মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেছেন,

من ينكر حياته صلى الله عليه و سلم فى قبره... كان فؤاده فارغاً من حبه و عقله خاليا من لبه.

(اعلاء السنن: ج10 ص512 باب زیارۃ قبر النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم)

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি নবী (সাঃ)কে কবরে জীবিত থাকাটি অস্বীকার করে তার অন্তর হুযুর (সাঃ) এর ভালোবাসা থেকে খালি এবং মানবিক জ্ঞান থেকেও খালি । (ইলাউস সুনান, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫১২)

১৫) পাকিস্তান মুফতীয়ে আযম শফী (রহঃ) বলেছেন,

ں فرماتے ہیں: تمام انبیاء علیہم السلام خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی پنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی یہ حیاتِ برزخی عام لوگوں کی حیاتِ برزخی سے بدرجہا زیادہ فائق و ممتاز ہوتی ہے۔ (معارف القرآن: ج7 ص177، ص178 تحت سورۃ الاحزاب آیت نمبر46)

অর্থাৎ আম্বিয়া (আঃ) বিশেষত হুযুর (সাঃ) এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । তাঁদের হায়াত হল বরযখী এবং সাধারণ মানুষের বরযখী হায়াতের থেকে আলাদা এবং উত্তম । (তফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭৮, সুরা আহযাবের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

১৬) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী কান্ধলবী (রহঃ) লিখেছেন,

اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سننے میں کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی اور اس پر اجماع ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیا علیہم السلام کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث (الانبیاء احیاء فی قبو رھم یصلون) کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کی مختلف سے طرق سے تخریج کی ہے۔ (فضائل درود شریف: ص34)

অর্থাৎ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় হুযুর (সাঃ) স্বয়ং শুনতে পান এতে কোন সন্দেহ নেই কেননা আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । আল্লামা সাখাবী (রহঃ) ‘আল কাওলুল বদী’ এর মধ্যে লিখেছেন যে আমরা এর উপর ইমান রাখি এবং একথা স্বীকার করি যে হুযুর (সাঃ) নিজের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁর শরীরকে মাটি খেতে পারবে না । এই কথার উপর ইজমা হয়ে গেছে । ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আম্বিয়াদের জীবিত থাকার ব্যাপারে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন এবং হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীস الانبياء احياء فی قبو رھم یصلون (আল আম্বিয়া আহয়ুন ফি কুবুরিহিম ইয়ুসল্লুন) অর্থাৎ আম্বিয়া নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায পড়েন । আল্লামা সাখাবী (রহঃ) এর বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । (ফাযায়েলে দরুদ শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৪)

১৭) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহতামিম কারী মুহাম্মাদ তাইয়েব (রহঃ) বলেছেন,

برزخ میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کا مسئلہ معروف ومشہور اور جمہور علماء کا اجماعی مسئلہ ہے۔ علماء دیوبند حسب عقیدہ اہلسنت والجماعت برزخ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کے اس تفصیل سے قائل ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی اپنی پاک قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے اجسام کے ساتھ ان کی ارواح مبارکہ کا ویسا ہی تعلق قائم ہے جیسا کہ دینوی زندگی میں قائم تھا۔ وہ عبادت میں مشغول ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ قبور مبارکہ پر حاضر ہونے والوں کا صلوٰۃ وسلام سنتے ہیں۔ علماء دیوبند نے یہ عقیدہ قرآن وسنت سے پایا ہے اور اس بارے میں ان کے سوچنے کا طرز بھی متوارث رہا ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام: ج7 ص181)

অর্থাৎ বরযখে আম্বিয়াদের জীবিত থাকার মাসআলা একটি মশহুর এবং জমহুর উলামাদের ইজমায়ী মাসআলা । উলামায়ে দেওবন্দ সহ সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই বরযখে আম্বিয়াদের জীবিত থাকাটি বিশ্বাস করেন যে নবী (সাঃ) এবং সমস্ত আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁদের শরীরের সাথে রুহের সম্পর্ক

ঠিক সেইরকম যেরকম দুনিয়াতে ছিল । তাঁরা ইবাদতে মশগুল আছেন, নামায পড়েন, তাঁদেরকে রিজিক দেওয়া হয় এবং কবরে উপস্থিত ব্যাক্তিদের সালাতো সালাম শুনতে পান । উলামায়ে দেওবন্দ এই আকিদা কুরআন ও সুন্নত থেকে পেয়েছেন এবং এই ব্যাপারে তাঁদের চিন্তাধারাও বহুল ভাবে প্রচারিত । (খুতবাতে শায়খুল ইসলাম, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১৮১)

১৮) মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী (রহঃ) বলেছেন,

غرض میر ااور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں یہ حیات برزخی ہے مگر حیات دنیاوی سے قوی تر ہے جو لوگ اس مسئلہ کا انکار کرتے ہیں ان کا اکابر علماء دیوبند اور اساطین امت کی تصریحات کے مطابق علماء دیوبند سے تعلق نہیں ہے اور میں ان کو اہل حق بس سے نہیں سمجھتا اور وہ میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہیں ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روا نہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل:ج1ص295)

অর্থাৎ যাইহোক আমার এবং আমার আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা হল যে নবী (সাঃ) নিজের রওজা শরীফে সশরীরে জীবিত আছেন । এই হায়াত যদিপ বরযখী কিন্তু দুনিয়ার থেকেও অধিক শক্তিশালী । যারা এই মাসআলাকে অস্বীকার করবে তাদের সঙ্গে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ এবং উম্মতের বিদগ্ধ মনীষীদের ফায়সালা অনুযায়ী উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এবং তাদেরকে আমি হকপন্থী বলে মনে করি না এবং তারা আমাদের আকাবিরদের নিকট পথভ্রষ্ট তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই এবং তাদের সঙ্গে কোন রকমের সম্পর্ক রাখা উচিৎ নয় । (আপ কে মাসায়েল আউর উনকা হল, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৯৫)

১৯) মুনাযিরে ইসলাম মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) বলেছেন,

سب کے نزدیک مسلم اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبور میں حیات حاصل ہے۔ (معارف الحدیث:ج5ص280)

অর্থাৎ সকলের নিকট মুসলিম শরীফের এবং অন্যান্য শরীয়াতের দলীল থেকে প্রমাণিত যে আম্বিয়াগণ খাস করে সাইয়েদুল আম্বিয়া নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে কবরে জীবিত আছেন । (মাআরেফুল হাদীস, খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-২৮০)

২০) মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী লিখেছেন,

আম্বিয়াসহ সমস্ত মখলুকাতরে মৃত্যু হয় । অতএব মৃত্যুর পরে সমস্ত মানুষকে বরযখী জীবনের সম্মুখীন হতে হয় । বরযখী জীবনের অর্থ হল মানুষের রুহ এই শরীরের সঙ্গে কোনরকমের সম্পর্ক থাকে । এই সম্পর্ক সাধারণ মানুষেরও থাকে কিন্তু এতটাই কম যে এই সম্পর্কের অনুভূতি থাকে না । শহীদদের রুহের সাথে তাদের সম্পর্ক সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী থাকে সেজন্য কুরআনে তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে । আর আম্বিয়াদের স্থান শহীদদের

থেকেও বেশী সেজন্য হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের শরীরের সাথে রুহের সম্পর্ক আরও বেশী । সেজন্য তাদের সম্পত্তির কোন বন্টন হয় না এবং তাদের স্ত্রীদের বিবাহও অন্যদের সাথে হয় না যা কুরআন শরীফে বলা হয়েছে । (ফাতাওয়া উসমানী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮০)

হায়াতুন নবীর ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের মসলক

ইমামুল আওলিয়া, শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহঃ) এর যুগে মাসিক 'পায়ামে মশরিক' পত্রিকায় একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছিল যাতে মাসআলা হায়াতুন নবী এর ব্যাপারে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মসলক এবং এই ব্যাপারে ঐক্যমত ভাবে ফায়সালার ঘোষনা করা হয়েছিল । এই ইশতেহারে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের দশজনের সাক্ষর ছিল এবং এই ইশতেহার হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহঃ) নিজের সাপ্তাহিক 'খুদ্দামে দ্বীন' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন । হযরত মাওলানা সরফরাজ খান সফদর (রহঃ) 'তাসকীনুস সুদুর' (পৃষ্ঠা-৩৭) এর মধ্যে এবং ডা. খালিদ মাহমুদ (দাঃ বাঃ) তাঁর 'মাকামে হায়াত' (পৃষ্ঠা-৭০৭) এর মধ্যে এই ইস্তেহারটিকে উদ্ধৃত করেছেন । সাধারণের জন্য সেই ইস্তেহারটি নিচে দেওয়া হল,

یا اللہ مدد

مسئلہ حیات النبی ﷺ کے متعلق

خلافت راشدہ
حق چار یار رض

مذہب اہل سنت والجماعت زندہ باد
مسلک علمائے دیوبند زندہ باد
عقیدہ حیات النبی ﷺ زندہ باد

اکابر دیوبند کا مسلک

علمائے دیوبند کا متفقہ اعلان

حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اکابر دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور ان کے ابدان مقدسہ بعینہ محفوظ ہیں۔ اور جسد عنصری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے اور حیات دنیوی کے مماثل ہے۔

صرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں۔ لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور روضہ اقدس میں جو درود پڑھا جائے بلاواسطہ سنتے ہیں۔ اور یہی جمہور محدثین اور متکلمین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اکابر دیوبند کے مختلف رسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رح کی تو مستقل تصنیف ثبات انبیاء پر آب حیات کے نام سے موجود ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رح جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رح کے ارشد خلفاء میں سے ہیں۔ ان کا رسالہ المہند علی المفند بھی اہل انصاف ...... اور اہل بصیرت کے لئے کافی ہے۔ اب جو اس مسلک کے خلاف دعوے کرے اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا اکابر دیوبند کے مسلک سے کوئی واسطہ نہیں۔ واللہ یقول الحق وھو یھدی السبیل۔

۱۔ مولانا محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی نمبر ۵
۲۔ مولانا عبد الحق عفی عنہ، مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک
۳۔ مولانا محمد صادق عفا اللہ عنہ، سابق ناظم محکمہ امور مذہبیہ بہاولپور
۴۔ مولانا ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈو الہ یار سندھ
۵۔ مولانا شمس الحق عفا اللہ عنہ، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان
۶۔ مولانا محمد ادریس کان اللہ لہ، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور
۷۔ مولانا مفتی محمد حسن مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور
۸۔ مولانا محمد رسول خاں عفا اللہ عنہ، جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور
۹۔ مولانا مفتی محمد شفیع عفا اللہ عنہ، مہتمم دارالعلوم کراچی
۱۰۔ مولانا احمد علی عفی عنہ، امیر نظام العلماء و امیر خدام الدین لاہور (تلک عشرۃ کاملۃ)

منجانب:۔ حیات الانبیاء سوسائٹی گجرات

پیام مشرق ستمبر ۱۹۶۰ء

মাসআলা হায়াতুন নবী (সাঃ) এর ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের মসলক

উলামায়ে দেওবন্দের ঐক্যবদ্ধ ঘোষনা

হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং সমস্ত আম্বিয়াদের ব্যাপারে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মসলক হল যে মৃত্যুর পরে তাঁরা নিজেদের কবরে জীবিত আছেন । এবং তাঁদের শরীর সুরক্ষিত এবং সশরীরে দুনিয়ার জীবনের মতো তাঁরা আলমে বরযখে জীবিত আছেন ।

শরীয়াতের আহকামের ব্যাপারে তাঁদের বাধ্যবাধকতা নেই । কিন্তু তাঁরা নামাযও পড়েন এবং রওজার পাশে যে দরুদ পড়া হয় তা তাঁরা শুনতে পান । এবং এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিস এবং মুতাকাল্লামিনদের মসলক । আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন পুস্তকে এই ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবীর আকিদা হায়াতুন নবীর ব্যাপারে 'আবে হায়াত' নামে রিসালা মওজুদ আছে । হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) ও এই কথা বলেছেন । তাঁদের লেখা 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' ও ইনসাফকারীদের এবং বিচক্ষনদের জন্য যথেষ্ট । আর যারা এই মসলকের বিরোধীতা করে তাদের জন্য এটা নিশ্চিত যে তাদের সঙ্গে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই । والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

১) মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী আফাআল্লাহু আনহু, মাদ্রাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া কারাচী নং ৫

২) মাওলানা আব্দুল হক আফা আনহু, মুহতামিম দারুল উলুম হাক্কানীয়া, ওকাড়া, খটক,

৩) মাওলানা সাদিক আফা আনহু, সাবিক নাজিমে মাহকমা, আমির মাজহবিয়া, বাহাওয়ালপুর,

৪) মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী আফা আনহু, শায়খুল হাদীস দারুল উলুম ইসলামিয়া টন্টোলা ইয়ার, সিন্ধ,

৫) মাওলানা শামসুল হক আফগানী আফা আনহু, সদর ওফাকুল মাদারিস, আল আরাবিয়া পাকিস্তান,

৬) মাওলানা ইদরীস কান আল্লাহ লা, শায়খুল হাদীস, জামিয়া আশরাফিয়া, লাহোর,

৭) মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান মুহতামিম জামিয়া আশরাফিয়া, লাহোর,

৮) মাওলানা মুহাম্মাদ রসুল খান আফা আনহু, জামিয়া আশরাফিয়া, নীলা গুম্বদ, লাহোর,

৯) মাওলানা মুফতী শফী আফা আনহু, মুহতামিম দারুল উলুম কারাচী, নং ১,

১০) মাওলানা আহমদ আলী আফা আনহু, আমির নিজামুল উলামা ও আমির খুদ্দামে দ্বীন, লাহোর,

মাজানিব ঃ হায়াতুল আম্বিয়া সোসাইটি, গুজরাট,
(পায়ামে মশরিক ঃ সেপ্টম্বর ১৯৬০)

শহীদদের লাশ অক্ষত থাকার জ্বলন্ত প্রমাণ

১) ডঃ আব্দুল্লাহ আযয্‌ম (রহঃ) বলেছেন, আমাকে আফগানিস্তানের প্রদেশ 'উরগুন' আলাকার কামান্ডার উমর হানিফ বলেছেন যে, আমি আফগানিস্তানের কোন লাশকে দুর্গন্ধযুক্ত বা বিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখিনি । এবং কোন লাশের নিকট কোন কুকুরকেও আসতে দেখিনি । পক্ষান্তরে কমিউনিষ্ট ও রাশিয়ানদের লাশকে কুকুর কামড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো ।

কোন কারনবশতঃ একবার দু বৎসর পূর্বে দাফনকৃত বারোজন লাশকে কবর থেকে উঠানোর প্রয়োজন হয়েছিল । তখন আমি দেখেছি - সকলের জখম একেবারে তরুতাজা । তাদের শরীরগুলোও টাটকা - তরুতাজা এবং লাশের মধ্যে একটু দুর্গন্ধও নেই ।

আমি একবার শহীদ আব্দুল হামীদের লাশ শাহাদাতের তিন মাস পর দেখেছি । তার শরীর থেকে মেশক আম্বরের সুঘ্রান ছড়াতে ছিল ।

- এমনিভাবে নিছার আহমদ শহীদ (রহঃ) এর লাশ সাত মাস পর্যন্ত মাটির নিচে পড়েছিল । এত দীর্ঘ সময় এভাবে পড়ে থাকা সত্ত্বেও তার শরীরে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি । (মুজাহিদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী, পৃষ্ঠা-১০)

২) ডঃ আব্দুল্লাহ আযয্‌ম (রহঃ) বলেছেন, আমাকে কমান্ডার উমর হানীফ ১৯৮০ সনে একদিন বলেছেন যে একবার রাশিয়ান অনেক সৈন্য আমাদের উপর হামলা করার জন্য এসেছিল । তাদের কাছে ৭০ টি ট্যাংক, ১২ টি জঙ্গী বিমান ছিল । এছাড়াও যুদ্ধের আরও বিভিন্ন সরঞ্জামাদী তাদের ছিল ।আর এদের মুকাবিলায় আমরা ছিলাম মাত্র ১১৫ জন মুজাহিদীন । প্রচন্ড যুদ্ধ হল । অবশেষে দুশমন পালাতে বাধ্য হল । তাদের ১২ টি ট্যাংট ধ্বংস হল । আর আমাদের মাত্র চার জন মুজাহিদ শহীদ হল আমরা তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানেই দাফন করে দেই । অতপর তিন মাস পর আমরা তাদেরকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যাই । যেন তাদেরকে নিজেদের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা যায় । এদের মাঝে একজন শহীদ ছিলেন । যার নাম 'জান্নাত গোল' তার পিতা তার নিকট গিয়ে বলল - হে বেটা ! তুমি যদি সত্যিকার ভাবেই শহীদ হয়ে থাক, তবে তার কিছু নিদর্শন আমাকে দেখাও । এ কথা শুনতেই শহীদ সন্তানটি তার পিতার দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল । এবং ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিজের পিতার সহিত মুসাফাহা করল । অতপর নিজের হাত টেনে নিয়ে ক্ষতস্থানে রেখে দিল । কমান্ডার উমর হানীফ বলেন - আমি এ দৃশ্য নিজ চোখে দেখেছি । (মুজাহিদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী, পৃষ্ঠা-১১)

৩) 'দালায়েলুত খায়রাত' নামক গ্রন্থের লেখক মাওলানা সুলাইমান (রহঃ) ৮০০ হিজরী সনে মারা যান । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর । বলাবাহুল্য, দাফনের সুদীর্ঘ ৭০ বছর পর তাঁর লাশকে মরক্কোতে স্থনান্তর করার জন্য কবর খোলা হলে, তাঁর

শবদেহ এবং দাফন সামগ্রী সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় পাওয়া যায় । (ইসালামের সত্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪)

৪) মিশরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম তাঁর 'আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান' নামক বইয়ে লিখেছেন,

"আফগান মুজাহিদ ও শহীদানের বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত কারামাতসমুহ আমি নিজ কানে শুনে নিজ হাতে লিখেছি । এ সমস্ত কাহিনীর প্রত্যক্ষদশীরা আমাকে বলেছেন ।" তিনি বলেছেন,

আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের রজমা এবং উরগুন সেক্টরের মুজাহিদ কামান্ডার উমর হানিফ ইসলামী বিপ্লবের মোর্চার নেতা মাওলানা নাসরুল্লাহ মনসুরের বাড়িতে বসে আমাকে বলেছেন ঃ এমন কোন শহীদ আমি দেখিনি যার লাশ বিকৃত বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে । কোন শহীদের লাশকেই কুকুর স্পর্শ করতে দেখিনি । যদিও কুকুরেরা কমিউনিষ্টদের মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করে ।

যুদ্ধের প্রয়োজনে দুই-তিন বছরের পুরানো বারোটি কবর আমি নিজে খুঁড়েছি, কিন্তু কোন একটি লাশেও পরিবর্তন দেখিনি । একবছর পরও দেখেছি শহীদের লাশের জখম হতে তাজা রক্ত ঝরছে ।

ইমাম সাহেব আমাকে বলেছেন ঃ শহীদ আব্দুল মজিদ মুহাম্মাদের লাশ তিন মাস পরে আমরা দেখতে পাই । লাশ যেমন ছিল তেমনই; আর মিশকে আম্বরের খোশবু রয়েছে তাতে । আব্দুল মাজিদ হাজি আমাকে বলেছেন ঃ গ্রামের মসজিদের এক ইমামের লাশ সাত মাস পরে আমরা দেখতে পাই । মনে হয় যেন তিনি এমাত্র শহীদ হয়েছেন ।

জিহাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেন ঃ শহীদ নেছার আহমদের লাশ সাত মাস মাটির নিচে থেকেও কিছুই হয়নি ।

আব্দুল জাব্বার নিয়াজী আমাকে বলেছেন ঃ তিন - চার মাস পর আমি চার জন শহীদের লাশ পেয়েছি । এদের তি জনের তো চুল - দাড়ি ও নখ পর্যন্ত বেড়েছে । অন্য একজনের চেহরার একাংশে দেখেছি একটা ক্ষত । আমার ভাই আব্দুস সালামের লাশ দু সপ্তাহ পরে আমরা উঠাই, সে যেমন ছিল তেমনই আছে ।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেন ঃ আমাদের সাথী, একজন তালেব ইলম মুজাহিদ, আব্দুস সামাদ শহীদ হলে আমি আর মুজাহিদ ফাতহুল্লাহ অন্ধকারের ভিতর সামাদের লাশ খুঁজতে বের হই । ফাতহুল্লাহ বলে উঠে ঃ শহীদ খুবই কাছে, আমি একটি পবিত্র খুশবু পেয়েছি । এরপর আমি নিজেও সে সুগন্ধ পেলাম । ঘ্রান অনুসরণ করে আমরা

যখন শহীদ আব্দুস সামাদের কাছে পৌছলাম, দেখি তার শরীরের জখমগুলো হতে প্রবাহিত রক্ত অন্ধকারে চকতক করে জ্বলছে । আলো হয়ে জ্বলছে শহীদের লহু ।

৫) এক আফগান শহীদের মায়ের আঙ্গুলে সুবাস ছিল তিন মাসেরও বেশী । নাসরুল্লাহ মনসুর বলেছেন যে, হাবীবুল্লাহ ওরফে ইয়াকুত আমায় বলেছেন ঃ আমার ভাই শহীদ হওয়ার তিন মাস পর আমার মা তাকে স্বপ্ন দেখলেন । আমার ভাই মাকে বললো ঃ আম্মা, আমার সব যখম শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মাথার জখমটা ভালো হয়নি । স্বপ্নে দেখে মা খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কবর খুঁড়ে দেখবেন তিনি । ভাইয়ের কবর খুঁড়তে গিয়ে তাঁর কাছে অন্য আর একটি কবর উদোম হয়ে গেলে আমরা দেখতে পেলাম, কবরটির ভিতরে মৃতের উপর একটি অজগর । দেখে মা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমার ছেলে শহীদ । তার কবরে সাপ থাকতেই পারে না । অতঃপর আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুললাম, তখন ভুর ভুর করে সুগন্ধের বন্যা এলো । নাকে গিয়ে ঢুকতেই যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম । ভাইয়ের মাথায় আমরা একটি তাজা জখম দেখতে পেলাম । আমার মা আঙ্গুল দিয়ে সেটি ছুঁয়ে দেখলেন, তাঁর আঙ্গুলটি সুবাসিত হয়ে যায় । দীর্ঘ তিন মাস পর এখনো সে খুশবু রয়ে গেছে । আঙ্গুলটি এখনো সুরভি ছড়াচ্ছে শহীদী লহুর । (তথ্যসুত্র ঃ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি/ মাওলানা উবাইদুর রহমান খান নাদভী)

সুতরাং এই মুজাহীদদের ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে শহীদগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন কেনান মহান আল্লাহ পাক পরিস্কার কুরআন শরীফে বলেছেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ (سورة البقرة:154)

অনুবাদ ঃ এবং যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় কতল (নিহত) হয়েছেন তাদেরকে মৃত বলোনা তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তাদের জীবন সম্পর্কে জাননা । (সুরা বাকারা, আয়াত ১৫৪)

সুতরাং যদি শহীদদের লাশ অক্ষত থাকে তাহলে নবীদের শরীরও অক্ষত থাকবে কেননা যিনি আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন তিনি নবী করীম (সাঃ) এর মুহাব্বতেই দ্বীন ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছেন । তাই নবীর উম্মতের শরীর যদি অক্ষত থেকে তাহলে নবীর শরীরও অক্ষত থাকবে কেননা মহান আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য আম্বিয়াদের শরীরকে খাওয়ার জন্য হারাম করে দিয়েছেন । আল্লাহ নবীগণ জীবিত আছেন এবং তাঁদেরকে রিজিক দেওয়া হয় । (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-১১৮)

সুতরাং যুক্তির আলোকেও বলা যায় আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে জীবিত আছেন ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

১) বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা জিয়ারতের জন্য মদীনা শরীফে গেলেন এবং রওজা শরীফের নিকটে গিয়ে বললেন, “আসসলামু আলাইকুম ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন” অর্থাৎ হে নবীগণের সর্দার আপনাকে

সালাম । রওজা থেকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন, ''ওয়া' আলাইকুমুস্‌সালাম ইয়া ইমামাল মুসলিমীন'' অর্থাৎ হে মুসলমানদের ইমাম আপনাকেও সালাম । (তাযকিরাতুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা- ১৯০)

হুযুর (সাঃ) এর রওজা শরীফ থেকে হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর জন্য উত্তর আসা দ্বারা প্রমাণ হয় যে তিনি যে কবরে তাঁকে দাফন করা হয়েছে সেই কবরেই জীবিত আছেন । জান্নাতের কবরে নয় ।

২) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) একজন বিখ্যাত সুফী ব্যাক্তি হযরত সাইয়েদ আহমদ রিফায়ী (রহঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন । তিনি লিখেছেন যে, হযরত সাইয়েদ আহমদ রিফায়ী (রহঃ) ৫৫৫ হিজরীতে হজ্ব সমাপন করে নবী পাক (সাঃ) এর রওজা জিয়ারতের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা উপস্থিত হন এবং রওজা পাকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজ লিখিত দুটি কবিতা পাঠ করেন,

''ফি হালাতিল বু'দে রুহী কুনতো উরসিলুহা
তুকাব্বিলুল আরাদা আন্নী ওয়া হিয়া নায়েবাতী''

অর্থাৎ আমি দুরবর্তী স্থান হতে নিজ আত্মাকে আপনার খিদমতে প্রেরন করতাম সে আমার নায়েব হয়ে হুযুরের পবিত্র হস্তে চুমা দিত ।

''ওয়া হাজিহী দাওলাতুল আশবাহী কাদ হাদ্বারাত
ফামদুদ ইয়ামিনাকা কায় তাখাততা বিহা শাফাতী''

অর্থাৎ এখন সশরীরে উপস্থিত হয়েছি অতএব দয়া করে পবিত্র হস্ত প্রদান করুন তা আমি আমার ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করব ।

হযরত সাইয়েদ আহমদ রিফায়ী (রহঃ) এর আবেদন করাতে হুযুর (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাত রওজা থেকে বের করলেন এবং হযরত সাইয়েরদ আহমদ রিফায়ী (রহঃ) মুহাব্বাত সহকারে সে হাত চুম্বন করলেন । (আল হাবী)

বিখ্যাত পুস্তক 'আন বুনিয়ানুল' এর মধ্যে লেখা আছে যে এই ঘটনার সময় হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তা দর্শন করেন ।

৩) হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) 'জজবুল কুলুব ইলা সিয়ারিল মাহবুব' নামক গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা তাকিউদ্দিন সুবকী (রহঃ) 'সিকাউস সিকাম' নামক গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম ইবনে বাশশার (রহঃ) বলেন ঃ আমি

একবার হজ্ব পালন করে মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে হুযুরের শানে সালাম নিবেদন করলাম । তখনই আমি রওজা শরীফ থেকে উত্তর পেলাম, ‘‘ওয়া আলাইকাস সালাম ।’’

এখানে হুযুর (সাঃ) এর তরফ থেকে সালামের উত্তর আসা থেকে প্রমাণ হয় হুযুর (সাঃ) স্বীয় কবরে জীবিত আছেন ।

৪) হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) আরও লিখেছেন, ইবনুল জালাইয়া (রহঃ) বলেন ঃ আমি মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে দুদিন অনাহারে ছিলাম । আমি নবী পাকের রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলাম - আনা দ্বায়ফুকা ইয়া রাসুলুল্লাহ’’ অর্থাৎ ইয়া রাসুলুল্লাহ আমি আপনার মেহমান । তারপর আমি ঘুমিয়ে গেলাম । স্বপ্নে নবী পাক (সাঃ) এর সঙ্গে আমার দর্শন হল । তিনি আমাকে একটি রুটি প্রদান করলেন । অর্ধেক আমি স্বপ্নেই খেয়ে নিলাম । এর পর যখন আমার ঘুম ভাঙল দেখলাম অর্ধেক রুটি আমার হাতেই মওজুদ রয়েছে । (জাজবুল কুলুব ইলা সিয়ারিল মাহবুব, পৃষ্ঠা-২২৩)

সুতরাং এইসব ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে তিনি যে কবরে তাঁকে দাফন করা হয়েছে সেই কবরেই জীবিত আছেন । জান্নাতের কবরে নয় । আর দুইজন ইহুদী কর্তৃক হুযুর (সাঃ) এর লাশ চুরি করার ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইহুদীরাও নবী (সাঃ) এর লাশকে তাঁর কবরে অক্ষত বলে মনে করে ।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে । (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খণ্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডন । (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ । (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী । (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা । (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান । (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী । (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের । (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত । (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (অন লাইন)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি । (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রামিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) অশিক ইকবাল, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম । মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
(১২) বক্ত হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।